CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 July, 2020 ■ আগরতলা, ১০ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২৫ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জিবির তিন সেবিকা ও বিশ্রামগঞ্জ থানার এএসআই করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ৯ জুলাই।। করোনা সংক্রমণের তালিকায় এবার যুক্ত হল পুলিশ অফিসার ও হাসপাতালে কর্তব্যরত সেবিকা। জিবি হাসপাতালের তিন সেবিকা করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। অন্যদিকে বিশ্রমগঞ্জ থানার এক এএসআই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

জিবি হাসপাতালে কর্মরত ওই তিন সেবিকাকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। জিবি হাসপাতালে তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। ইতিপূর্বে, এক চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি এখন সুস্থ আছেন।

ত্রিপুরায় করোনা-র থাবা অল্প অল্প করে প্রসার বাড়াচ্ছে। এখন ত্রিপুরার প্রধান রেফারেল হাসপাতাল করোনা-র দাপটে কাবু হয়ে পড়েছে। একসাথে তিনজন সেবিকা করোনা আক্রান্তের ঘটনায় জনমনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ইতিপূর্বে, জিবি হাসপাতালে ভরতি এক রোগীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। তিনি বিএসএফ জওয়ানের স্ত্রী ছিলেন।

গতকাল গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব টুইট করে জানান, নতুন করে ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি সকলকে সুরক্ষিত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। ওই ৫৭ জনের মধ্যেই জিবি হাসপাতালের ৩ জন সেবিকা রয়েছেন। এ-বিষয়ে পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, ৩ জনকেই কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাদের চিহ্নিত করে নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই চার সেবিকা কর্মরত ছিলেন যে ওয়ার্ডে তাকে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

জিবি হাসপাতাল মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশিস রায় বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু বলার এক্তিয়ার নেই আমাদের। তবে, জিবি হাসপাতালে পরিষেবা চালু থাকবে। শুধু করোনা আক্রান্ত স্টাফ নার্সদের কর্মস্থল স্যানিটাইজ করা হবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, জিবি হাসপাতালের ওবিজি বিভাগ ৩ দিন বন্ধ রাখা হবে। পাশাপাশি ওই করোনা আক্রান্তদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে।

এদিকে, বিশ্রামগঞ্জ থানায় থাবা বসিয়েছে করোনা। এক এএসআই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে দশরথ দেব কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। এদিকে বিশ্রামগঞ্জ থানার সব পুলিশ কর্মীকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় গতকাল গভীর রাতে করোনা আক্রান্তের তালিকা দিয়েছেন। নতুন করে ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। ওই করোনা আক্রান্তদের মধ্যে বিশ্রামগঞ্জ থানার এএসআই-ও রয়েছেন।

থানা সূত্রের খবর, আজ থেকে ৪ দিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও ষোল জন করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। রাজ্যে আরও ১৬ জনের দেহে করোনার সন্ধান মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দেন। তিনি জানান এদিন ১৮৬৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তিনি জানান, এই ১৬ জনের মধ্যে গোমতী জেলার ছয়জন, পশ্চিম জেলার চারজন, খোয়াই জেলার তিনজন, দক্ষিণ জেলার দুজন এবং উত্তর জেলার একজন।

প্লাস্টিকের চাল ! রাজনগরে অসুস্থ গোটা পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার রাজনগর বাজার থেকে চাল কিনে বিপাকে পড়েছে এক পরিবার। চাল গুলি প্লাস্টিকের বলে গুজব রটেছে। রাজনগরের একটি মুদির দোকান থেকে চাল কেনা হয়েছিল। ২৫কেজি ওজনের এক বস্তা চাল ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে রাতে রান্না করে ভাত খায় পরিবারের লোকজনরা। খাওয়ার সময় চালগুলো প্লাস্টিকের বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় মাস্ক হোক বাধ্যতা মূলক দাবি সিএসআইআর কর্তার

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি. স.)।। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনা বায়ুবাহিত বা এয়ারবর্ন রোগের পক্ষে অনেক প্রমাণ মিলেছে। করোনা যদি সত্যিই বায়ুবাহিত হয় তবে বিষয়টি উদ্বেগের হবে বলে মনে করেন কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ সিএসআইআরের ডিরেক্টর জেনারেল ড় শেখর মান্দে। এমন পরিস্থিতিতে মাস্ক পরাটা বাধ্যতামূলক করা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ড় শেখর মান্দে জানিয়েছেন, শুধু বাড়ির বাইরে নয় ভেতরেও মাস্ক পরাটা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। অফিসের ভেতরের ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাও সঠিকভাবে গড়ে তোলা উচিত। সামাজিক দূরত্ব এবং মাস্ক পরাটা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

এয়ার ড্রপলেট থেকে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই বিষয়ে একাধিক প্রমাণ পেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু। এমনকি এর স্বপক্ষে ২৩৯ জন বিজ্ঞানী হু কে চিঠিও দিয়েছে। বায়ুবাহিত বা এয়ারবর্ন রোগে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড় শেখর মান্দে জানিয়েছেন, যখন আমরা কথা বলি তখন মুখ দিয়ে আমাদের এয়ারোসল বেরোয়।যেটি আকারে পাঁচ মাইক্রনস থেকেও কম। ফলে দীর্ঘক্ষন বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। জনবহুল এলাকার মধ্যে যদি কোন একজন ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয় তবে বায়ুবাহিত ভাবে সে অনেকের মধ্যে করোনা ছড়িয়ে দিতে পারে।

এদিকে, পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে! কোনও ভাবেই সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৪,৮৭৯ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২১,১২৯ জন এবং সংক্রমিত ৭,৬৭,২৯৬ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪,৭৬,৩৭৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুমুলুঙে আইপিএফটি আহুত ২৪ ঘণ্টার বন্‌ধ কঠোর পুলিশ প্রহরায় কাটল শান্তিতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। দলীয় কর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এডিসি সদর খুমুলুঙে ২৪ ঘন্টার বনধ পালন করছে আইপিএফটি। বনধের ফলে খুমুলুঙে সমস্ত অফিস, দোকান-পাট, বাজার বন্ধ রয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থাতেও ব্যাঘাত ঘটেছে। পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে, তার জন্য বিশাল পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে আমাদের আন্দোলনে নামতে হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর দাবি, কেউ আমাদের শত্রু নন। কিন্তু বামেদের মতোই বিজেপি-ও আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব মুছে দিতে চাইছে। শরিক দল সম্পর্কে এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি।

তাঁর কথায়, মতানৈক্য দেখা দিয়েছে, বিজেপি আমাদের সরকার ছেড়ে দিতে বলতে পারে। কিন্তু আইপিএফটি-কে ছাড়া ত্রিপুরায় সরকার পরিচালনা সম্ভব হবে, বিজেপি-র সেই উপলব্ধি হয়েছে। তবুও আমাদের দাবিয়ে রাখতে চাইছে তারা, উষ্মা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

বৃষকেতু দেববর্মার বক্তব্য, দাবিয়ে রাখার জন্য দলীয় সমর্থককে গ্রেফতার করে আইপিএফটি-কে ভয় দেখানো যাবে না। আমরা আন্দোলন আরও তেজি করব, হুঙ্কার দিয়ে বলেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, আইপিএফটি শ্রমিক সংগঠনের নেতা প্রদীপ দেববর্মাকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া না হলে আগামী দিনে সমগ্র এডিসি এলাকায় বনধ পালন করা হবে।

কমলপুরে মাস্ক বিতরণ করতে গিয়ে আক্রান্ত প্রাক্তন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। ধলাই জেলার কমলপুরের চানকাপ বাজারে মাস্ক বিতরণ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা। জানা যায়, প্রশান্ত বাবু চান কাপ বাজারে মাস্ক বিতরণ করতে গেলে তার ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় দুস্কৃতিকারীরা।

দুস্কৃতিকারীদের হামলায় প্রাক্তন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা রক্তাক্ত হন। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে উ যাওয়া হয়। প্রাক্তন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মার গাড়িটিও ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। এ ব্যাপারে কমলপুর থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সিপিআইএম এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এই ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছে সিপিআইএম। বিরোধীদল সিপিআইএম শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছে তারা অসহিষ্ণুতা হয়ে উঠেছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের মধ্যে প্রাণ বন্টন করতে গেলেও শাসক দল বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের উপর হামলা সংঘটিত করছে। শুধু তাই নয়, রক্তদান দানের মত কাজেও তারা বাধা সৃষ্টি করছে, হামলা করছে। শাসক দলের পতনের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে বিরোধী দল সিপিআইএম।

লেখাপড়ার সঙ্গে রাজনীতিকে মেশাবেন না, দাবি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি. স.)।। শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয় বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশংক। করোনা সঙ্কটে পড়ুয়াদের চাপ কমানোর জন্য সিলেবাসের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে সিবিএসসি। এই বিষয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। তাই বিরোধীদের সতর্ক করে দিয়ে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার একাধিক টুইট করে রমেশ পোখরিয়াল নিশংক জানিয়েছেন, সিবিএসসি সিলেবাস থেকে কয়েকটি চ্যাপ্টার বাদ দেওয়ার ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংলগ্ন মন্তব্য ধেয়ে আসছে।মিথ্যা ব্যাখ্যা করে উন্মাদনা তৈরি করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। শিশুদের প্রতি শিক্ষা দান আমাদের সকলের পবিত্র কর্তব্য।তাই শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। উল্টে রাজনীতিকে আরও শিক্ষিত হওয়া উচিত।সিবিএসসি নবম এবং দ্বাদশ শ্রেণী থেকে পাঠ্যসূচি থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাগরিকত্ব মত বিষয়ে বাদ দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও”ব্রায়ান। বিষয়টি নিয়ে তিনি পরের টুইট করেন। এরপরই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় একই ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসনাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। এরপরই দুই তরফের রাজনৈতিক তরজা বাড়তে থাকে।

এই প্রসঙ্গে অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী নিজের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, পাঠ্যসূচির বোঝা কমানোর জন্য জীববিজ্ঞব, অংক অর্থনীতির থেকে একাধিক বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে।

টেপানিয়া এলাকায় চুরি যাওয়া মোটর বাইক উদ্ধার, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। উদয়পুরের টেপানিয়া এলাকা থেকে চুরি যাওয়া একটি মোটর বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সোনামুড়া মহকুমার যাত্রাপুর থানা এলাকা থেকে মোটর বাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে।

বাইক চোর চক্রের দুই সাকরেদকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তারা হলো আক্তার হোসেন এবং সুমন মিঞা। তাদের বাড়ি উদয়পুরের গকুলপুরে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা চুরির দায় স্বীকার করেছে। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দ্যেশেই বাইকটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বাইক চোর চক্রের আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবীতে শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও এনএসইউআই’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল অবস্থায় পরিণত হওয়ায় চলতি বছর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তীর্ণ করে দেওয়া এবং ইউজিসি গাইডলাইন প্রত্যাহার করার দাবিতে বৃহস্পতিবার এন এস ইউ আইয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার দাবি জানান এনএসইউআইএর নেতা। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করে পুলিশ কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সংগঠনের নেতা সম্রাট রায় বিক্ষোভস্থলে জানান, করোনা

পরিস্থিতির জন্য চলতি বছর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেওয়ার সহ ইউ জি সি গাইডলাইন প্রত্যাহার করার জন্য শিক্ষা দপ্তরে দাবি জানানো হয়েছিল এন এস ইউ আই এর পক্ষ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠিও প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদের স্বার্থে দাবিগুলির মানছে না সরকার। পুরোপুরি ছাত্র স্বার্থ বিরোধী বলে অভিযোগ করেন সম্রাট। এদিকে, এদিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার সংক্রমণ রোধে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি সবাইকে মেনে চলতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ শান্তিরবাজার, ৯ জুলাই।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসাধারণকে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি সবাইকে মেনে চলতে হবে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফরকালে সাবম মহকুমার কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন পাকাবাড়ির দ্বারোদঘাটন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার জন্যও আবেদন জানান। উল্লেখ্য ১০ শয্যা বিশিষ্ট এই পাকা বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মা-বোনদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার এবং ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের সূচনা হয়েছে। এই যোজনার সুফল

গ্রামস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকার গৃহিত কর্মসূচি সম্পর্কে খোঁজ নেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত উদ্ভত পরিস্থিতিতে সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির সুযোগ সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন কিনা তা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফর করেন। সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অনেকগুলি গ্রাম পা'য়েত এবং এডিসি ভিলেজ ঘুরে নানা উন্নয়নমূলক কাজ প্রত্যক্ষ করেন। গ্রামস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সরকার ঘোষিত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা গ্রামস্তরের জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে খোঁজ নেন তিনি। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় গৃহিত কর্মসূচিগুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। করোনা সংক্রমণ রোধে মানুষকে সচেতন করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আজ দুপুরে প্রথমেই যান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৬৭ ▫ ১০ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ২৫ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজনীতি নয়, গরীবের মুখে অন্ন চাই

গণতান্ত্রিক দেশে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করিবার অধিকার রহিয়াছে প্রতিটি নাগরিকের। কিন্তু রাজনীতির গ্যাড়াকলে অনেকক্ষেত্রেই নাগরিকদের এই সব অধিকার হরণ করিয়া থাকে রাজনৈতিক ব্যবপারীরা। ইহাই গণতান্ত্রিক দেশে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দেশের গরীব একাংশের মানুষজন অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য হাহাকার করিতে শুরু করিয়াছেন। অথচ দেশের রাজনীতিটি বিলক্ষণ গোলমেলে। এক দেশ, অতএব তাহার কর ব্যবস্থা হইতে খাদ্যাভ্যাস, সমস্তই অভিন্ন হইতে হইবে, এই কথাটি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে যেমন ক্ষতিকারক, সামাজিক বিভিন্নতার পক্ষেও তেমনই। 'এক দেশ, এক ব্যবস্থা' কথাটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কানে অগ্রহণযোগ্য ঠেকিতে বাধ্য। অথচ গোটা দেশের জন্য অভিন্ন রেশন কার্ড চালু করিবার অতি জরুরি নীতিটিকেও 'ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড'-এর গোলমেলে মোড়কে পেশ করা হইল। খাদ্য সরবরাহের প্রশ্নটি যেহেতু সংবিধানের কনকারেন্ট লিস্ট বা সংযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত, ফলে রেশন বণ্টনের প্রশ্নে রাজ্য সরকারেরও অধিকার আছে। আশা করা চলে, 'এক দেশ, এক রেশন কার্ড' নীতির অস্ত্রে রাজ্যের অধিকার কাড়িয়া কেন্দ্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইবে না। ব্যবস্থাটি যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যগুলির অধিকার খর্ব করিবার ছল হইয়া দাঁড়ায়, তাহা অতি দুর্ভাগ্যজনক হইবে, কারণ এক দেশের উপর এত দিন যত অভিন্ন ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক রেশন কার্ড নীতিটি সর্বাপেক্ষা উন্নয়নবান্ধব। বস্তুত, স্লোগান ব্যতীত এই নীতির প্রয়োজনীয়তা লইয়া সংশয় নাই।

নীতিটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা একটি সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারের উপর ইহার ভিত্তি। ভারতের যে কোনও নাগরিক দেশের যে কোনও প্রান্তে কাজের সূত্রে বা অন্য কারণে বসবাস করিতে পারেন। অর্থাৎ, ভারতের ভৌগোলিক পরিসরে নাগরিকের গতি অবাধ। কিন্তু, এত দিন অবধি যেহেতু রেশন কার্ড ডিলার-নির্দিষ্ট হইত, ফলে যে স্থলে কার্ড করানো হইয়াছে, তাহা ছাড়িয়া গেলে রেশন পাইবার উপায় থাকিত না, অন্তত যত দিন না নূতন বাসস্থানের বাসিন্দা হিসাবে নাম পাকা হইতেছে। মার্চ মাসের লকডাউন দেখাইয়া দিয়াছে, শুধুমাত্র খাদ্যের অভাব পরিযায়ী শ্রমিকদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কী ভাবে বিপন্ন করিতে পারে। যে শহরে তাঁহাদের কাজ, সেখানে খাতায়-কলমে তাঁহাদের অস্তিত্বই নাই, ফলে রেশন পাইবারও প্রশ্ন নাই। অর্থাৎ, ডিলার-নির্দিষ্ট রেশন কার্ড নাগরিকের ভিনঅঞ্চলে বাস করিবার অধিকারের পরিপন্থী। তাহা নাগরিকের খাদ্যের সুরক্ষার অধিকারেরও পরিপন্থী। গোটা দেশের জন্য অভিন্ন রেশন কার্ড চালু করিলে নাগরিকের এই অধিকার অর্থপূর্ণ হইতে পারে।

উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ হইতে এই অভিন্ন রেশন কার্ডের গুরুত্ব অতএব বিরাট। খাদ্য মানুষের অধিকার কে কোথায় বাস করিতেছেন, সেই প্রশ্নের উপর এই অধিকার নির্ভরশীল হইতে পারে না। খাদ্যের অক্ষুণ্ণ জোগান উন্নয়নের আবশ্যিক শর্তও বটে। খাদ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা হইলে মানুষের উপার্জিত অর্থ ভিন্নতর প্রয়োজনে সন্তানের শিক্ষায়, চিকিৎসায়, ব্যবসা চালু করিবার কাজে অথবা অন্য কিছুতে ব্যয় করিবার ক্ষমতা তৈরি হয়। অর্থশাস্ত্রীরা বলিবেন, এই ক্ষমতাটির গুরুত্ব অসীম। উন্নয়নের অধিকারী হইবার জন্য যে 'স্ব-ক্ষমতা' প্রয়োজন, কর্মস্থলে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হইলে সেই 'স্ব-ক্ষমতা' অর্জনের পথে বেশ খানিক দূর অগ্রসর হওয়া যায়। কেহ বরং এই কথা ভাবিয়া অবাক হইতে পারেন, বাজার ব্যবস্থায় যাঁহার বিশ্বাসের উপর জগদীশ ভগবতীরাও ভরসা করিতেন, সেই নরেন্দ্র মোদী রেশন ব্যবস্থার ন্যায় বাজার-বহির্ভূত বণ্টনকে এমন গুরুত্ব দিতেছেন। বিহারের বিধানসভা নির্বাচন একটি কারণ, সন্দেহ নাই। রাজনীতিকের নিকট সবার উপরে রাজনীতি সত্য, কিন্তু সেই রাজনীতির লক্ষ্যেও মানুষের উপকার হইলে তাহা প্রফুল্লকর সংবাদ। ভারতে রাষ্ট্র যখন নাগরিকের খাদ্যের অধিকার রক্ষায় আইনত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তখন সেই প্রাপ্তির জন্য নাগরিককে একটি ঠিকানায় আটকাইয়া না রাখিয়া গোটা দেশে তাহার রেশনপ্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার সিদ্ধান্তটি মানবোন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হইয়া থাকিবে। গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের নীতি গ্রহণ করিলে জনগণ একদিকে যেমন নিজ দায়িত্ব পালনে আরও উৎসাহিত হইবে, ঠিক তেমনি দেশ ও জাতি উন্নয়নের শিখরে পৌঁছিবার সুযোগ পাইবে। এটাই হোক আমাদের ভারতবর্ষের মতো ধর্ম নিরপেক্ষ সার্বভৌম ভারতবর্ষের রীতিনীতি।

চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার জন্য অসম বিবি-এর উপাচার্যের কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব সংবলিত স্মারকপত্র এবিভিপি-র

শিলচর (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা গ্রহণ করার সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন উপায়ের বিধান দিয়ে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকপত্র পাঠিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

এবিভিপি-র প্রদেশ সম্পাদক রাকেশ দাস স্বাক্ষরিত স্মারকপত্রে ওপেন বুক এগজামিনেশন, প্রজেক্ট ওয়ার্ক/এসাইনমেন্ট বা রচনাধর্মী কার্যের মাধ্যমে মূল্যায়ন, অনলাইন মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন অথবা উপরোক্ত বিন্দুগুলো এবং পূর্ববর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যার্থী পরিষদ-এর পক্ষ থেকে উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্র জনসম্পর্ক প্রমুখ মহেশ ভাগবত, বরাক উপত্যকা বিভাগ সাংগঠনিক সম্পাদক প্রেমজ্যোতি নাথ, শিলচর শাখা সহ-সম্পাদক শিভম বরুয়া, বিশ্ববিদ্যালয় ইনচার্জ সুচরিতা রায়, বিনয় পাল প্রমুখ উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে এই করোনা অতিমারিকালীন পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির ওপর দৃষ্টিগোচর করার দাবি জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এবিভিপি শিলচর শাখার সম্পাদক করণজিৎ দেব এই খবর জানিয়েছেন।

সিবিএসসি প্রসঙ্গে তৃণমূলের অবস্থানকে কটাক্ষ শিক্ষাবিদদের

কলকাতা, ৯ জুলাই (হি. স.): সিবিএসসি পাঠ্যসূচি থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়, ধর্মনিরপেক্ষতার মতো বিষয় বাদ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই প্রসঙ্গে সরব হয়েছেন তারই দলের ছোট, বড়, মাঝারি ধরণের নেতারা।সিবিএসসি পাঠ্যসূচির কাটছাঁট নিয়ে তৃণমূলের এই অতি সক্রিয় তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন শিক্ষাবিদরা।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মেরুকরণের রাজনীতি করতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল। সেই কারণে পাঠ্যসূচিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়টি না থাকার জন্য তারা সরব হয়েছে। সংবিধানের প্রতি অজ্ঞানতার থেকে এটা তৈরি হয়েছে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গ সংবিধানের প্রিম্বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেটি পাঠ্যসূচির মধ্যেই রয়েছে। ফলে পাঠ্যসূচির বোঝা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।এমনকি পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষা সংসদের পাঠ্যসূচিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, নাগরিকত্ব, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিশদে ব্যাখ্যা করা নেই। আর এমনিতেও নাগরিকত্বের বিষয়টি জটিল।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাজ্যের শাসক দল যে বিষয়টি নিয়ে অযথা রাজনীতি করছেন সেটা বোঝাই যাচ্ছে। প্রিম্বল এর মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। আর মনে রাখা দরকার ভারতীয় সংবিধানের আদিপর্বে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেগুলি যুক্ত করেন।

লকডাউন ঃ মেট্রোপলিটান মন আর বামপন্থীরা

গৌতম রায়

একটা সামাজিক অবসান্নতার উৎকর্ষ ভূমি হিসেবে আমার স্বদেশকে প্রতিপন্ন করবার ধারাবাহিক তাগিদের প্রয়োগ, করোনাজনিত ক্রান্তিকালকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে উঠে এসেছে। এই উঠে আসাটা, এটা কি একদিনে সম্ভব হয়েছে? একজন শৌখিন মজদুর যদি মনে করেন, ভেক ধরে তিনি চাষি হবেন, তাহলে তাঁকে হয় পৈতৃক চাষাবাদের জমির ওপর ভরসা করতে হয়, নতুবা গাঁটের কড়ি খরচা করে চাষের জন্য জমি কিনতে হয়। ভারতবর্ষকে প্রতিক্রিয়াশীলতার নতুন চাষাবাদের পৈতৃক আবাদভূমি হিসেবে ধরা হয়েছিল সংসদীয় রাজনীতিতে বামপন্থীরা কোণঠাসা হওয়ার সময় থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক স্তরে তৈরি হয়েছিল, সেখানে ঠাণ্ডা লড়াইটা হয়ে উঠেছিল কূটনীতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কূটনীতির এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেদিন একধরনের আচরণ করেছে। মার্কিনীদের সেই ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে আবার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নও সেদিন হাতপা গুটিয়ে বসে থাকেনি। তাই সেদিনের পরিস্থিতিতে সামাজিক প্রগতির ধারা বজায় রাখতে কেবলমাত্র সংসদীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের উপস্থিতিকে একমাত্র মাপকাঠি বলে ধরা হয়নি। সামাজিক ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতির পরিমণ্ডলে, রাজনীতি ব্যতিরেকে বামপন্থীরা কী ভূমিকা পালন করলেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমাজপ্রগতির ধারা উপধারার বিচার বিশ্লেষণ সেদিন হয়েছিল।

আজ যে নয়ের দশক থেকে ক্রমবর্ধমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তিত রূপ নয়া উদার অর্থনীতির তাণ্ডব আমরা দেখছি, যার জেরে গত প্রায় দশ বছর ধরে সংসদীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের কোণঠাসা হওয়ার নিরিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপের মতো বাংলায় তথ্য ভারতে বামপন্থা এবং বামপন্থীরা শেষ হয়ে গেছে বলে শীবারব উঠেছে তার ভিত্তিভূমি কিন্তু আন্তর্জাতিক দুনিয়াতেই তৈরি হয়েছিল স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের রাজনীতির গহীনে। এই সময়েই গোটা বিশ্বের মতোই ভারতে এবং বাংলাতেও মার্কস পড়া একদল বুদ্ধিজীবী সমাজে খুব প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল, যাঁদের একমাত্র কাজ ছিল বামপন্থাকে অন্তর্ঘাতের ভিতর দিয়ে শেষ করা। দুঃখের বলেও এ কথা বলতেই হয় যে, বাংলাতে এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে মানবতার মুখোশ পরে, গণতন্ত্রের কথা বলে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের 'উপকারী' হিসেবে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নিজেকে তুলে ধরছেন, সেইভাবে নিজেদের তুলে ধরে, বামপন্থার বিরোধী একটা সমান্তরাল দেখতে প্রগতিশীল, কাজে আপদমস্তক প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মের রাজনৈতিক কারবারি, গণতন্ত্রের কথা বলে বামপন্থাকে খতম করতে আত্মনিবেদিত কিছু মানুষ আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। উন্নত মেধাকে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছিলেন ভারত থেকে বামপন্থাকে আপাদমস্তক খতম করে এ দেশকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বাসযোগ্য করে তুলতে এই কাজে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন গান্ধীবাদী বিনোবা ভাবে থেকে বামপন্থী বলে শিরফোলানো সমর সেন, অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়েরা। অম্রান দত্ত সিআইএ-র টাকাতে 'কোয়েস্ট' চালাতেন বামপন্থীদের এই অভিযোগকে তথ্য সহ স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত। (বইয়ের দশ জুলাই-সেপ্টেম্বর, '১৯ (পৃষ্ঠা-১৩৩)

এই পটভূমিকা এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির সত্তদাগরেরা করলেও, তাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য তারা করে উঠতে পারেনি দীর্ঘদিন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকবার ফলে, বামপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট সক্রিয় থাকার ফলে। প্রতিক্রিয়াশীলদের সেই কর্ষিত ভূমি এবং কল্পিত আবাসের ইমারকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে ২০১১ সালে বামপন্থীরা রাজ্য ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়াতে।

যে পটভূমিকার কথা বলা হচ্ছে, সেটি কিন্তু অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল গত ২০০৭ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীরা পরাজিত হওয়া, তারপরে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা পরাজিত হওয়ার প্রেক্ষিতে। এই ক্ষেত্রে একটা খুব বিশেষ রকমের ভূমিকা ছিল প্রচারমাধ্যমের। সংবাদজগতের। বিশষে করে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের। প্রচারমাধ্যমের নিরন্তর প্রচার ছিল যে, আসন্ন ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে না।

এই প্রচারকে একটা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা দেওয়ার জন্য একদল পরিবর্তনপন্থী মানুষ, যাঁরা সেদিনের সেই সময়ে সেন, গৌরকিশোর ঘোষের উত্তরসূরী তাঁরা আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপরে কী ইতিহাস, তারপরের তী ঘটনাক্রম, সেগুলি পাঠকদের জানাতে, আর সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করাই ভালো।

এই অবস্থাকালের ভেতর বামপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে কমজোরি হয়েছে বলে প্রচার, সেই প্রচারের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে ভোট রাজনীতির নিরিখেই বামপন্থীদের সমস্ত শক্তিকে নিরূপণ করার চেষ্টা হয়েছে খুব জোরদারভাবে। এই চেষ্টা করেছে সেই প্রচারমাধ্যমে, যারা উদার অর্থনীতির একেবারে নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক।

সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে প্রচারের মাধমের দ্বারা বিষয়টিকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদ, বিশষ করে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু মৌলবাদ একটা ভয়ঙ্কর উপায়ে ধীরে দীরে ভারতবর্ষের রাজনীতির পরিমণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করতে শুরু করেছে। এভাবে পরিব্যাপ্তি ঘটাতে ঘটাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে তারা উপস্থাপিত করতে পেরেছেন নিজেদের।

এই যে গোটা পর্যাক্রম, তার ভিতরে বামপন্থীদের নিঃশোষিত দেখাবার তাগিদ থেকে এমন একটা সামাজিক শূন্য তৈরি করা হয়েছে, যেকানে খুব সহজেই সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঢুকে পড়তে পেরেছে। তারা যে শুধু বামলার রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিকেই বিঘ্নিত করছে তা নয়, তারা সামাগ্রিকভাবে বাংলাদেশ সহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে একটা ভয়হকররকম প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে, সাম্প্রদায়িক হানাহানি বিদ্বেষ ভয়ঙ্কর রকমের সামাজিক দূরত্বের ভিতরে পৌঁছে দিয়েছে। এইসবগুলির ভেতর দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তাদের উদার অর্থনীতির নামে, তাদের বাজার অর্থনীতির নামে সাম্রাজ্য বিস্তারের সমস্ত রকমের ক্ষেত্রগুলোকে এরকম পূর্ণতা দান করতে, মনপ্রাণ নিবেদিত করে ফেলেছে। এইরকম একটি পটভূমিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোভিড -১৯ অতিমারির কালে বিজ্ঞানসম্মত, শারীরিক দূরত্বের বিষয়টাকে তুলে ধরা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একদিক থেকে গলাবাজি করছেন সামাজিক দূরত্ব এবং তারপরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সামাজিক দূরত্বের বিষটিকেই বলেছেন, একটিবারের জন্য তিনি 'শারীরিক দূরত্ব' শব্দটিকে ব্যবহার আজ পর্যন্ত করেননি।

এই পরিস্থিতির ভেতরে যখন অপরিকল্পিত লকডাউন দেশের প্রান্তিক মানুষদের একটা ভয়াবহ জায়গায় এনে দাঁড় করালো, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক, অর্থনৈতিকভাবে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ, এঁদের বেঁচে থাকার অধিকারটিকে পর্যন্ত কেড়ে নিতে উদগ্রীব হয়ে পড়ল রাষ্ট্রযন্ত্র, তখন নীরব,নিভৃত কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে বামপন্থীরা সমাজের বুকে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এই দৃষ্টান্ত হল এই যে ধর্ম নয়, জাতপাত নয়, শ্রেণি অবস্থানই হচ্ছে মানুষকে যেকোনো ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অতিমারির হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম।

এই দৃষ্টান্ত স্থাপন তো বামপন্থীরা কেবলমাত্র লকডাউনের কালে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া, সামাজিকভাবে পিছয়ে পড়া মানুষদের হাতে খাদ্যসামগ্রীর কিছু কাঁচা উপকরণ, ওষুধপত্র বা পড়াশোনার জন্য খাতা -পেন-পেন্সিল , কিংবা আরো বিস্তারিতভাবে রান্না করা খাবার নিয়মিত পরিবেশন করার ভেতর দিয়েই শুধু করতে সক্ষম হননি। একটা ধারাবাহিক প্রবণতা যদি বামপন্থীদের মধ্যে একটা ধারাবাহিত কর্মকাণ্ডের দ্বারা দর্ঘকাল অনুশীলনে না থাকত, তাহলে কি এটা তাঁরা পারতেন?

যদি এই ধারাবাহিকভাবে মানুষের রাছে থাকবার অভ্যাস, তাঁরা দীর্ঘ সময়কাল ক্ষমতার অলিন্দ থেকে সরে যাওয়ার পরও পালন করে না যেতেন হাতলে কি তাঁদের পক্ষে করা সম্ভব হত? নিরন্তরভাবে প্রায় ১০০ দিন ধরে এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে বামপন্থী ছাত্র যুবরা কমিউনিটি কিচেন পরিচালনা করে চলেছেন। এই কর্মকাণ্ড পরিচালনার যে প্রেক্ষাপট, সেটি যদি দীর্ঘদিনের একটি রাজনৈতিক না কর্মকাণ্ডের সামাজিক মেলামেশার ভিতর দিয়ে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক,মাটির সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে কি হঠাৎ করে এলাম-দেখলাম জয় করলাম এইরকম স্টাইলে কিছু করা সম্ভব হত?

ভোট রাজনীতির নিরিখে যে বামপন্থীদের ৭ শতাংশ বোটের হিসেব ধরে সমস্ত ধরনের প্রচারমাধ্যম কী বৈদ্যুতিন মাধ্যম, কী সংবাদপত্র এটাই প্রচার করে চলে যে বানপন্থীরা ভারতীয় রাজনীতিতে বিশ্ব রাজনীতির মতো ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছেন, সেই বামপন্থীরা কীভাবে,কী শহর, কী গ্রাম, কী মফস্বলের পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায়, কোথায় কোন অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক মানুষ পড়ে আছেন, মধ্যবিত্তের মতো যাঁদের কাছে অর্থ বা কাঁচা আনাজপত্র থেকে শুরু করে চাল, ডাল, তেল, নুনের কোনো মজুত রাখার মতো কোনো অবস্থাই নেই, সেই মানুষগুলো কী খাবেন, এই চিন্তা এবং সীমিত সময়ে সেটির সমাধানের চেষ্টা তো বামপন্থীরা পি সি সরকারের জাদুকাঠি দিয়ে করছেন না। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েই তো সেই নিরন্তরচেষ্টা বামপন্থীরা করে চলেছেন।

এই চেষ্টাকে সেই চিন্তার সেই ভাবনায়, সেই মননে প্রান্তিক মানুষদের দেখে, তাঁদেরকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেজাতপাত, ধর্মের ভিবেদ না রেখে, সেই মানুষদের প্রতিনিয়ত রান্না করা খাবার পরিবেশ করা এটা কিন্তু সেই বামপন্থীরাই করছেন, যাঁদেরকে সংবাদমাধ্যম নিরস্তরভাবে বলে আসছেন, 'অপ্রাসঙ্গিক',ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা 'অপ্রাসঙ্গিক', যেহেতু লোকসভাতে আসনের নিরিখে টিমটিম করছেন বামপন্থীরা। এই রাজ্য থেকে লোকসভাতে বামপন্থীদের একজনও সদস্য নেই।

সেই অপ্রাসঙ্গিক মানুষেরা তাঁদের ধারাবাহিক কর্মকণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সংসদীয় রাজনৈতিকর কটি আসন লোকসভা বিধানসভাতে বামপন্থীরা দিতে পেরেছেন কিংবা কোন রাজ্যে তাঁরা ক্ষমতায় আছেন, এটা বিচার্য নয়। বানপন্থার আদর্শগত প্রচারের ক্ষেত্রে, আদর্শগত ভিত্তি প্রসারিতকরার ক্ষেত্রে এমপি, এমএলএ, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীই সব নয় সহ হল মানুষ। অপরিকল্পিত লকডাউনের ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে প্রান্তিক মানুষদের ভয়াবহ সমস্যা তৈরি করে। তাকে মোকাবিলা করার লক্ষে বাংলার বামপন্থী মানুষজনেরা, বিসেষ করে ছাত্র যুকরা যেরকম পরিকল্পিতভাবে এই অর্থনৈতিকভাবে পিছেয়ে পড়া মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা সর্বঅর্থে একটি দৃষ্টান্ত।

বামপন্থীদের অপ্রাসঙ্গিক বলে তুলে ধরার চেষ্টা হয় প্রচারমাধ্যমে, রাজনীতির অঙ্গনে। সেই বামপন্থী দলগুলোরই ছাত্র যুবরা, প্রতিটি পাড়ায় ঘুরে অর্থনৈতিক পিচিয়ে ফড়া মানুষদের দেখে, তাঁদের একটি তালিকা তৈরি করে। সেই তালিকা অনুযায়ী কোন মানুষটি কতটা বেশি রকমের অর্থনৈতিক কষ্টে রয়েছেন, তার নিরিখে নিজেগের সাধ্য অনুযায়ী চাল, ডাল, তেল নুন, আনাজ, ওষুধপত্র পৌঁছে দিতে শুরু করেন প্রথম পর্যায়ে। লকডাউনের ভিতর এই পর্যায়ক্রম চালাতে চালাতে একটা বড় অংশের বামপন্থী ছাত্র যুবর মনে হতে থাকে যে, রান্নার কাঁচা উপকরণ তাঁরা ওই প্রান্তিক মানুষদের পৌঁছে দিলেও সেই উপকরণগুলিকে প্রক্রিয়াজাত করে, রেঁধে বেড়ে খাওয়ার মতো যে পরিকাঠামো দকার, সেটিও ওই প্রান্তিক মানুষদের নেই। অর্থাৎ আজও বাংলার একাধিক শহরে, গ্রামগুলিতে তো বটেই, এমন অবস্থা রয়েছে, যেখানে সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা কাঠকুটো বা কেরোসিন তেলকোনোরকমভাবে জোগাড় করে দুটো চাল, ডাল ফুটিয়ে নেন। লকডাউনজনিত অচলাবস্থার দারুণ সেই কাঠপাতা বা কেরোসিন জোগড় করার মতো পরিস্থিতি ও প্রান্তিক সেইসব মানুষদের অনেকের ভেতরই নেই। শহরের বস্তি এলাকাগুলিতেও জ্বালানি জোগাড় একটি বড় সমস্যা ওই প্রান্তিক মানুষগুলোর। সুতরাং কাঁচা আনাজ বা চাল, ডাল, সেগুলো রান্না করে যে তারা খাবেন, এমন পরিস্থিতিও তাঁদের নেই।

এইরকম একটা জায়গাতে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ আকঙ্কের ভেতরে ও কমিউনিটি কিচেনের মতো একটি সমাজ সংবৃদ্ধ ধারণার, বাস্তব প্রয়োগ বামপন্থীরা ঘটিয়ে চলেছেন। প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রতিদিন তাঁর কুপন বিলি করে আসছেন। এমন নয় যে ৭ দিনের কুপন তাঁরা একদিনে দিয়ে আসছেন। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রত্যেকটি বাড়ির অবস্থা নিজেরা সরেজমিনে সার্বিক পর্যালোচনা করে, প্রতিটি দিন প্রতিটি মানুষের খাবারের প্রয়োজনের যে নিত্যনৈমিত্তকতা, সেই অনুযায়ীই তাঁরা কুপন দিয়ে আসছেন।

এইভাবে কার্যত জীবনকে হাতে নিয়ে, মানুষর সঙ্গে একটা নিরন্তর সংযোগের ভেতর দিয়ে তাঁদেরকে সমবেত কার হচ্ছে কমিউনিটি কিচেন। সেখানে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে রান্না করা সাধারণ আটপৌরে খাবার। আড়ম্বর করার মতো আর্থিক অবস্থা তো নেই করো। এই ধরনের কমিউনিটি কিচেন চালাতে চালতেই বামপন্থীদের এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কেবলমাত্র একটি লাল শালু নিয়ে যখন তাঁরা মানুষের দরবারে গিয়ে হাজির হয়েছেন, গত ১০-১৫ বছরে প্রচারমাধ্যম এবং প্রতিক্রিয়াশীল সক্তির ধারাবাহিক কুৎসায়, বামপন্থীদের থেকে কার্যত মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মধ্যবিত্ত মানুষটি পর্যন্ত দলা করে পাঁচশ, দু'হাজার টাকার নোট ছুড়ে দিচ্ছেন।

এই কাজ বামপন্থীরা করছেন, সেই কাজের কিন্তু কোনোরমক প্রচার কার্যত পেশাদার প্রচারমাধ্যমে নেই। টেলিভিশনে নেই, কোনো ধরনের বাজার চলতি খবরের কাগজে নেই। যেটুকু সামাজিক প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে বামপন্থীরা প্রচার করতে পারছেন, সেটুকু নির্ভর করেই, সাধারণ মানুষের দানে যেবাবে উপচে পড়ছে এই জনতার ভাণ্ডার, তা থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে ভোট রাজনীতিটাই বর্জোয়া রাজনীতির লোকেদের কাছে ধ্যান জ্ঞান হতে পারে, সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর দিয়েই তাঁরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন সমস্ত কিছু বালোমন্দকে। কিন্তু মানুষের দুর্দশা মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের পেটের খিদে—এটাই কিন্তু বামপন্থীদের কাছে একমাত্র উপজীব্য বিষয়।

কোনোরকম ভোট রাজনীতিকে লক্ষ্য রেখে, সমাজবদলের স্বপ্ন যে বামপন্থীর সঙ্গে কাপ খায় না, করোনা ভাইরাসজনিত লকডাউন এবং আম্ফান, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ,তাকে কেন্দ্র করে জনতার হেঁসেলের ভেতর দিয়ে শ্রমজীবী ক্যান্টিনের ভেতর দিয়ে,কী শহরে, কী মফসসলে কী গ্রামে নগরে প্রান্তে বামপন্থীদের সেটা জ্বলন্ত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করতে সমক্ষ হয়েছেন। কোনটা ভোট রাজনৈতিক সেটা মানুষ দেখছেন, শাসক বিজেপি-তৃণমূলের কুস্তি আর দোস্তিতে। আর কোনটা বামপন্থী সেটাও মানুষ দেখেন, রাস্তাতে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অটল জলধারায় কুমারঘাট ব্লকে নিরাপদ পানীয় জল

শুভাশিস সেনগুপ্ত

কুমারঘাট ব্লকের গ্রামীণ জনপদগুলিতে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের কুমারঘাট মহকুমা কার্যালয় থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। অটল জলধারা, চতুর্দশ অর্থকমিশন ও পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অর্থে এবং জলজীবন মিশনের মাধ্যমে এই উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিনা খরচে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ, জলের উৎস তৈরি, গভীর নলকূপ খনন, অগভীর নলকূপ স্থাপন, পাইপলাইন সম্পসারণ ও হ্যাণ্ডপাম্প বসানোর মাধ্যমে মহকুমার সর্বত্র বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ যেমন যাচ্ছে তেমনি নির্মাণ করা হচ্ছে নিরাপদ পানীয় জলের উৎসও। মহকুমার রাইতুইসা থেকে দক্ষিণ ঊনকোটি সর্বত্রই আজ মানুষের মুখে খুশির ছোঁয়া। পানীয় জলের জন্য এখন আর তাদের দূর দূরান্তে যেতে হয় না। পানীয় জল এখন তাদের হাতের কাছেই পৌঁছে গেছে। ব্লকের দারচৈ ভিলেজেও নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দিতে নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে।

অটল জলধারায় শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কুমারঘাট ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ এলাকায় ২,৩৬৪টি পরিবারে বিনা খরচে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্লক এলাকার সোনাইমুড়ি, বেতছড়া, মশাউলি, রতিয়াবাড়ি, দুধপুর, উজান দুধপুর, কৃষ্ণনগর, পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ি, কাঞ্চনবাড়ি, বিদ্যাসাগর, আম্বেদনগর, রাজনগর, তরণীনগর, পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি, ফটিকরায়, সুকান্তনগর, গোকুলনগর, জগন্নাথপুর, পশ্চিম মশাউলি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রাজকান্দি, দেওভ্যালি, দক্ষিণ ঊনকোটি ও পূর্ব রাইতুইসা ভিলেজের বিভিন্ন জনবসতি এলাকার জনগণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। একই প্রকল্পে কুমারঘাট পুর এলাকার ১৩টি ওয়ার্ডের ১৯৪টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অটল জলধারায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য জলের উৎস তৈরি করতে সুকান্তনগর ও মশাউলির কাঁঠালছড়ায় দু'টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। প্রতিটি জলের উৎস তৈরি সহ পাইপলাইন সম্পসারণ বাবদ দপ্তর থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা করে ব্যয় করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরেও এই প্রকল্পে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে।

এছাড়া চতুর্দশ অর্থকমিশন ও পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ অর্থে এ বছর পশ্চিম মশাউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্থানে ২৪টি হ্যাণ্ডপাম্প বসানো হয়েছে। এই পঞ্চায়েতে জনগণের সুবিধার্থে এছাড়া দু'টি রিং ওয়েল তৈরি করা হয়েছে। হ্যাণ্ডপাম্প ও রিং ওয়েলের জন্য মোট ব্যয় করা হয়েছে ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩০৬ টাকা। একই অর্থবর্ষের বরাদ্দ অর্থে এবছর বেতছড়ায় ১ কিমি পানীয় জলের পাইপলাইন সম্পসারণ করা হয়েছে। ফলে ৫০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। দপ্তর থেকে এতে ব্যয় করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮২৬ টাকা।

এদিকে, পানীয় জলের সুযোগ সম্পসারণ করতে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তর থেকে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে জলজীবন মিশনে কুমারঘাট ব্লক এলাকায় এ পর্যন্ত ৩টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। আরও ৩টি খনন করা হবে এবং ১১টি গভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর নলকূপ খনন সহ ৫ কিমি পাইপ লাইন সম্পসারণ বাবদ ৮০ লক্ষ টাকা করে ব্যয় করা হবে। এই প্রকল্পে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্লক এলাকায় ৫টি অগভীর নলকূপ সহ ১ কিমি করে পাইপলাইন সম্পসারণের জন্য ইতিমধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয় হবে ৫ লক্ষ টাকা করে মোট ২৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া ৬টি নতুন অগভীর নলকূপ সহ ১ কিমি করে পাইপলাইন সম্পসারণ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও ৫ লক্ষ টাকা করে প্রকল্প পিছু ব্যয় হবে।

২০২০-২১ অর্থবছরে দারচৈ-এ নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্পে বড় জলাশয় থেকে জল পরিশোধন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। এরফলে দারচৈ এলাকার প্রায় ৩৫০টি পরিবার বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন। অনুরূপভাবে কুমারঘাট ব্লকের কালাটিলা বিওপি-তে ৪টি অগভীর নলকূপের জল একত্রে পরিশোধন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করার পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয় হবে ৭৬ লক্ষ টাকা। অটল জলধারা প্রকল্প এবং জলজীবন মিশনে হাতের কাছে পানীয় জল পেয়ে কুমারঘাট ব্লকের অনেকের মুখেই আজ হাসি ফুটেছে। আরও অনেকে অপেক্ষা করে আছেন। তাদের বাড়িতেও খুব সহসাই পৌঁছে যাবে পানীয় জলের সংযোগ। যেভাবে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়।

বৃহস্পতিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে এসএফআই শহিদ দিবস পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

দুর্নীতিবাজ যেই হোক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৯।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে দল-মত নির্বিশেষে দেশব্যাপী চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর থেকে কে কোন দলের সেটা বড় কথা নয়, দুর্নীতি ও অনিয়মে জড়িতদের আমরা ধরে যাচ্ছি। দুর্নীতিবাজ যেই হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি, নেব এবং এটা অব্যাহত থাকবে।'

প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার দুপুরে একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টম (বাজেট) অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতির সাথে জড়িত, অনিয়মে জড়িত, আমরা যাকেই পাচ্ছি এবং যেখানেই পাচ্ছি তাকে ধরছি। আর ধরছি বলেই, চোর ধরে যেন চোর হয়ে যাচ্ছি।'

'আমরা ধরি আবার আমাদেরকেই দোষারোপ করা হয়। এটাই হচ্ছে দুর্ভাগ্য। এরআগেতো দুর্নীতিটাই নীতি ছিল। অনিয়মটাই নিয়ম ছিল। সেভাবেই রাষ্ট্র চলেছে,' যোগ করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, 'যতদূর পারি শুদ্ধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এই অনিয়মগুলো আমরা নিশ্চয়ই মানব না।'

এর আগে বিরোধীদলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের বক্তৃতা করেন। তিনি বহুল আলোচিত রিজেন্ট হাসপাতালের সাহেদের দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অনিয়মের কথা তুলে ধরলে কোভিড-১৯ এর মধ্যেও দেশব্যাপী তাঁর সরকারের চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী। ড় শিরীন শারমীন চৌধুরী এসময় স্পিকারের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী রিজেন্ট হাসপাতালের দুর্নীতি, করোনা চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের থাকা-খাওয়া বিষয়ে ব্যাপক ব্যয়ের পরিসংখ্যান এবং অন্যান্য অনিয়ম অসংগতির প্রসঙ্গে দেশে '৭৫ পরবর্তী সামরিক সরকারগুলোর দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে দায়ী করেন।

সরকার প্রধান তাঁর সরকারের একের পর এক বিভিন্ন দুর্নীতিবাজদের পাকড়াও করার দিকে ইঙ্গিত করে সরকারের দুর্নীতির মূল উৎপাটনে আন্তরিকতার বিষয়টিও তুলে ধরেন। তিনি একইসঙ্গে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়টিও স্মরণ সকলকে করিয়ে দিয়ে 'ভয়কে জয় করার' ও পরামর্শ দেন।

শেখ হাসিনা বলেন, '১৯৭৫ এর পরে যারা রাতের অন্ধকারে অস্ত্র হাতে নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তারাই বাংলাদেশের মানুষের চরিত্র নষ্ট করে দিয়ে গেছে। কারণ, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে সেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য এরা মানুষকে দুর্নীতি শিখিয়েছে, কালো টাকা, ঋণখেলাপিতা শিখিয়ে এই সমাজটাকে কলুষিত করে দিয়ে গেছে।'

তিনি বলেন, 'মানুষ আগে যে একটা আদর্শ নিয়ে চলত, নীতি নিয়ে চলত, দীর্ঘদিন এদেশে এই মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ এদেশের মানুষের চরিত্র হরণ করেছে। কারণ, তাদের অবৈধ ক্ষমতাটাকে নিষ্কণ্টক করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারা বছরের পর বছর এই দুর্নীতি-অনিয়মের বীজ বপন করেছে। তা মহীরুহ হয়ে গেছে।'

তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, 'আপনি যতই কাটেন আবার কোথা থেকে যেন গজিয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে চরিত্রহীনতা একেবারে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। সেখানে আপনি যতই চেষ্টা করেন এর মূলোৎপাটন করা যথেষ্ট কঠিন।'

তিনি তাঁর সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সাফল্য এবং দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার পদক্ষেপের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'তারপরও এর মধ্যে যে খবরগুলো পাচ্ছেন, এটা কারা করছেন?'

তাঁর সরকারের পাশাপাশি পুলিশ ও র‌্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, বর্ডার গার্ড, সশস্ত্রবাহিনী, আনসার ও ভিডিপিসহ আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ এবং শ্রমিক লীগের নেতা-কর্মীরা করোনা মোকাবেলায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ত্রাণ কার্যে সহযোগিতা করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি, করোনা মোকাবেলা এবং অর্থনীতিকে সচল রাখায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপও তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, 'আমরা দলের কর্মীদের মাঠে নামিয়েছি এবং তাঁরা নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। তবে, আরো অনেক রাজনৈতিক দল রয়েছে এবং এনজিও রয়েছে তাঁদের কয়জন আজকে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে? তাঁদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে? সেটাই আমার প্রশ্ন।

প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে আরো বলেন, 'ঘরে বসে সমালোচনা, বাজেটের খুঁত ধরা, কাজের খুঁত ধরা- সেগুলো অনেকেই ধরতে পারেন। কিন্তু মাঠে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে সেবা করার কাজটা আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সৈনিক যারা, তারাই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং অনেকেই অনেক বাধা অতিক্রম করেই কাজ করে যাচ্ছে।'

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ২ হাজার ডাক্তার এবং ৬ হাজার নার্স নিয়োগের পাশাপাশি আরো ২ হাজার ডাক্তারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া, হেলথ টেকনোলজিস্ট, কাডিওগ্রাফার এবং ল্যাব এটেনডেন্টের ৩ হাজার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে যেগুলোতে সরকার নিয়োগ দেবে।সংসদ নেতা বলেন, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ল্যাব এটেনডেন্টদের সরকারের তরফ থেকে পরিবার থেকে পৃথক করে তাঁদের সরকার থাকা-খাওয়া, হাত খরচসহ হোটেল ভাড়া করে আবাসনের ব্যবস্থা করেছে।

'যে সব চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী এ সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের সকলকে আমাদের দেখতে হবে এবং সে ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি,' যোগ করেন তিনি।

যারা লোকলজ্জার ভয়ে প্রকাশ্যে হাত পাততে পারছে না এমন বহুলোকের বাড়ি-ঘরে গোপনেও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'সরকারীভাবে যেমন দিচ্ছি তেমনি দলীয় ভাবেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমানভাবে সাহায্য করে যাচ্ছি। কারণ, এটাই আওয়ামী লীগ, যে আওয়ামী লীগ জাতির পিতার নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা এনেছে।'

করোনা ভাইরাসের ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থবিধি মেনে চলার আহ্বানও পুণর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'করোনা ভাইরাসের কথা শুনলেই মানুষ ভয়ে আতঙ্কিত হয়। এত আতঙ্কিত হবো কেন। মরতে তো একদিন হবেই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি তাহলে করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাবো। আমাদের দেশে করোনারোগীর সুস্থ হওয়ারর হার অনেক বেশি। মনে সাহস রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।'

তিনি বলেন, করোনার কারণে সবকিছু স্থবির হয়ে পড়েছে। কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকবে না। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি। বাংলাদেশ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, করোনার সংক্রমণ জুলাই মাস পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। এরপর আস্তে আস্তে কমে যাবে। সেটাই হচ্ছে। আশা করি, পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

সরকার প্রধান সম্প্রতি বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলগুলোর আধুনিকায়নে এসব মিলের শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে উৎপাদন বন্ধে তাঁর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপেরও যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গত এক বছর ধরে এ পাটকলগুলোর ২৫ হাজার শ্রমিককে সরকারের পক্ষ থেকে বেতন দেওয়া হচ্ছে, বিজেএমসি দিতে পারছে না। এ পাটকলগুলো সবচেয়ে পুরোনো, ৫০ ও ৬০ এর দশকে এগুলো স্থাপন করা হয়েছিল। এগুলো আর লাভজনক করা সম্ভব না।'

বিশেং কৃত্রিম তন্তুর বিপরীতে নতুন করে পাটের আবার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা পাটের জিন আবিষ্কার করেছি। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের সম্ভাবনা রয়েছে। এ পাটকলগুলো আধুনিক করে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যারা আগ্রহী হবে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যাবে।'

তিনি আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী এ বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এ পাটকলগুলোকে সময়োপযোগী ও আধুনিক করতে হবে। আমরা সেটা করবো। শ্রমিকদের পাওনা ৫ হাজার কোটি টাকা আমরা পরিশোধ করছি।'

তিনি শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে বলেন, 'সব টাকা শ্রমিকদের হাতে দেওয়া হবে না। দিলে খরচ হয়ে যাবে। অর্ধেক টাকা নগদ আর অর্ধেক আমরা তাদের সঞ্চয়পত্র করে দেবো। এতে তারা প্রাপ্য মজুরির চেয়ে বেশি পাবে।'

দেশে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'করোনাতো আছেই তার সাথে এখন আবার যোগ হয়েছে বন্যা। ইতোমধ্যে রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালননিরহাট, সিলেট, সুনামগঞ্জ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, টঙ্গাইল, মাদারীপুরসহ বন্যা দেখা দেওয়া ১২টি জেলায় প্যাকেট ও শুকনো খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ৬৪টি জেলার জন্য বন্যার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে ১০ হাজার ৯শ' মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ এবং ১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দিয়ে দেওয়া রয়েছে। যাতে দুর্যোগ হলে কোন ধরনের অপেক্ষা করতে না হয়। সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করা যায়।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বন্যা, নদীভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ডসহ যেকোন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে সহযোগিতা করতে আমরা সবসময় প্রস্তত থাকি এবং আমাদের দেশের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জানা আছে এবং সে অনুযায়ীই আমরা ব্যবস্থা নেই। যাতে দেশের মানুষকে আমরা সুরক্ষিত রাখতে পারি এবং তাঁদের কষ্ট কমাতে পারি।'

প্রধানমন্ত্রী এই করোনাকালিন বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগকে তাঁর ভাষণে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। যা অনেক উন্নত দেশও করতে পারেনি। কিন্তু আমরা করেছি।'

এই বাজেটে প্রবাসীদের জন্য প্রণোদনা,সামাজিক সুরক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করে দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের ভাতার পরিমান এবং সংখ্যা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ সকল শ্রেনী পেশার মানুষের জন্য ১৯টি প্যাকেজে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'আমি সরকার পরিচালনায় আসার পর বাজেট ঘাটতি কখনও শতকরা ৫ শতাংশের ওপরে উঠতে দেই নাই কিন্তু এবার করোনার জন্য বাজেট ঘাটতি আমরা ৬ ভাগ রেখেছি।'

তিনি আরো বলেন, 'টাকা লাগলে আমরা দেব। কিন্তু করোনার কারণে অর্থনীতি যেন স্থবির না হয়।'

কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গত ১০ জুন এবারের সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ১১ জুন সংসদে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য প্রায় ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন। ৩০ জুন এই বাজেট সংসদে পাস হয়।

কোভিড-১৯: বাংলাদেশে মারা গেছেন ৪১ জন, নতুন আক্রান্ত ৩,৩০৭ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৯।।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১২৪তম দিনে ২৪ ঘন্টায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ২ হাজার ২৩৮ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৫ জন কম মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৪৬ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। করোনা শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ২৮ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ হাজার ৬৩২ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ৩০৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ১৮২ জন কম শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৫ হাজার ৬৭২ জনের নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিলেন ৩ হাজার ৪৮৯ জন।

তিনি জানান, দেশে এ পর্যন্ত মোট ৯ লাখ ৪ হাজার ৭৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৯৪ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৪০ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৭০৬ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৯৭০ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ২ হাজার ৭৩৬ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৮৪ হাজার ৫৪৪ জন।

তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৮ দশমিক ১৭ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার ১ দশমিক ২১ শতাংশ বেশি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৫ হাজার ৮৬২ জনের। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৫ হাজার ৮৮৩ জনের। গতকালের চেয়ে আজ ২১টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৭৬টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৫ হাজার ৬৩২ জনের। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৫ হাজার ৬৭২ জনের। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৪০টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ২৯ জন পুরুষ; ৭৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ এবং ১২ জন নারী; ২০ দশমিক ৯১ শতাংশ। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ জন, ০ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ৭৭০ জন এবং নারী ৪৬৮ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে দশমিক ৬৩ শতাংশ, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ দশমিক ১৬ শতাংশ, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৭ দশমিক ১০ শতাংশ, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১৪ দশমিক ৬১ শতাংশ, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৩২ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ এবং ষাটোর্ধ বয়সের ৪৪ দশমিক ১৯ শতাংশ।

তিনি জানান, ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন, খুলনা বিভাগে ৬ জন, সিলেটে ২ জন, রংপুরে ৩ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ২ জন রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩৮ জন এবং বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে বিভাগওয়ারী ঢাকা বিভাগে ৫০ দশমিক ৪০ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৬ দশমিক ১৪ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ৫ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ৫ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, বরিশাল বিভাগে ৩ দশমিক ৬২ শতাংশ, সিলেট বিভাগে ৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ, রংপুর বিভাগে ৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ২ দশমিক ৪১ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৮৭৯ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৭ হাজার ৬৭ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৬৬৮ জন, এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ১৬ হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত আইসোলেশন করা হয়েছে ৩৪ হাজার ২২ জনকে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ২৮২ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৫৮১ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ১৭৪ জন, এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৩ লাখ ২৩ হাজার ৪৭৫ জন ছাড়া পেয়েছেন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৩ হাজার ১০৬ জন।

তিনি জানান, 'ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ৩০৫টি, সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৫২৩ জন এবং শয্যা খালি আছে ৪ হাজার ৭৮২টি। ঢাকা মহানগরীতে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১৪২টি, আইসিইউ শয্যায় ভর্তি আছে ৮৬ জন এবং খালি আছে ৫৬টি শয্যা। ঢাকা মহানগরীতে ভেন্টিলেটর সংখ্যা ১৫০টি। চট্টগ্রাম মহানগরীতে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬৫৭টি, সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৩৩৪ জন এবং শয্যা খালি আছে ৩২৩ টি। চট্টগ্রাম মহানগরীতে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৩৯টি, আইসিইউ শয্যায় ভর্তি আছে ২০ জন এবং খালি আছে ১৯টি শয্যা। চট্টগ্রাম মহানগরীতে ভেন্টিলেটর সংখ্যা ৩৮টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৪ হাজার ৯৪৫টি, ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ৫৯৬ জন। সারাদেশে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৩৯৪টি, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ১৯১ জন। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ৭৬৩টি। সারাদেশে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ১৩৪টি এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ৯৯টি।সারাদেশে ২৪ ঘন্টায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৪১৮ জন এবং ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৫৩৪ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৪ হাজার ৩শ'টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৪ লাখ ৪২ হাজার ১৬৪টি। বর্তমানে ৮৬ হাজার ৮১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির গ্লাভস মজুদ আছে ৯ লাখ ৮১ হাজার ৪২৮টি, বিভিন্ন ক্যাটাগরি ও লেভেলের মাস্ক মজুদ আছে ৩১ লাখ ৫ হাজার ৩১৯টি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ১১ লাখ ৬১ হাজার ৮২৯টি এবং গগলস ১২ লাখ ২৬ হাজার ৮৬২টি মজুদ রয়েছে।তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪৬১ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। গত ২৪ ঘন্টায় যুক্ত হয়েছেন ৭ জন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিআর'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৫৬১ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৪৮ হাজার ২০৭ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

হাইলাকান্দি জেলায় আরও ১২ জন পজিটিভ শনাক্ত, সংখ্যা বেড়ে ৩৯৩

হাইলাকান্দি (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় বৃহস্পতিবার আরও ১২ জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জারিকৃত কোভিড বুলেটিনে এই খবর জানানো হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমিতের সংখ্যা ৩৯৩ জনে পৌঁছেছে।

আজকের আক্রান্তরা হলেন সুবউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ (২০), আফজল হুসেন বড়ভুইয়াঁ (২৪), সাইদুর রহমান বড়ভুইয়াঁ (২০), আনোয়ার হুসেন চৌধুরী (২০), ইমদাদুল্লা এমজেড (২২), আনোয়ার হুসেন চৌধুরী (২৭), সেলিম উদ্দিন চৌধুরী (২২), আতিকুর রহমান লস্কর (২০), নজমুল ইসলাম লস্কর (১৯), শাহরুখ হুসেন বড়ভুইয়াঁ (২০) এবং দিলোয়ার আহমেদ (২৭)।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২৮ জনের চিকিৎসা চলছে এসকে রায় সিভিল হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে, ৩৩ জন এমজি মডেল হাসপাতালে, ৪ জন শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে, ২৭ জনের আলগাপুর মডেল হাসপাতালে এবং একজনেন চিকিৎসা চলছে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে। এখন পর্যন্ত হাইলাকান্দি জেলার দুজন মারা গেছেন।

বিহারের সিজিএম আদালতে খারিজ সুশান্তকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলা

মুজফরপুর, ৯ জুলাই (হি. স.): খারিজ হয়ে গেল করণ জোহর, সলমন খান, একতা কাপুরদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া সংক্রান্ত মামলা। সুশান্তকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়াসহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছিল এই বলিউড ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে। ওই মামলাই খারিজ করে দিল বিহার বিহারের বিহারের মুজফরপুরের সিজিএম আদালত।

সুশান্তের মৃত্যুর তিনদিনের মাথায় বিহারের মুজফফরপুরে সিজিএম আদালতে করণ জোহর,সলমন খান, একতা কাপুর, সঞ্জয় লীলা বনশালিসহ আট বলিউড ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন সুধীর কুমার ওঝা নামের এক আইনজীবী। সুশান্ত সিং রাজপুতকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ,১০৯,৫০৪,৫০৬ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলা খারিজ করে দিল বিহারের সিজিএম আদালত।

আইনজীবীর তাঁর অভিযোগের প্রতিলিপিতে জানিয়েছিলেন, সুশান্তকে সাতটি ছবি থেকে চক্রান্ত করে বার করে দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু ছবি মুক্তি পায়নি।

এই পরিস্থিতি ও ওকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে"।

তবে মুজাফরপুর আদালতের চিফ জুডিসিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট মুকেশ কুমার জানান "এই বিষয়টি আদালতের আইনগত অধিকারের বাইরে"।

সিজিএম আদালতে মামলা খারিজ করলেও জেলা আদালতে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাবেন সুধীর কুমার ওঝা, সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি।

অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা কঠোর অবস্থানে রয়েছেন : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৯।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার যে কোন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার ধানমন্ডিস্থ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটি আয়োজিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তাঁর বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি সব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগর ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ কমিটির পক্ষ্য থেকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রেড জোনভুক্ত জেলা এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমুহের বিভিন্ন হাসপাতালে উন্নতমানের এই ভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আপনারা জানেন, যে কোনো অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান কঠোর। সততা ও নিষ্ঠার প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নেয়া শুদ্ধি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তিনি নিজ থেকেই ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান শুরু করেছিলেন।'

তিনি বলেন, 'যার ধারাবাহিকতায় চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে যারা বা যে অশুভ চক্র প্রতারণা করছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। এ সকল অনিয়ম বাহির থেকে কেউ ধরিয়ে দেয়নি। সরকার নিজ উদ্যোগে শুরু করেছে অনিয়ম রুখতে কঠোর অভিযান।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ করে হাসপাতাল, নমুনা পরীক্ষার ভূয়া সনদ, প্লাজমা ডোনেশন, সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়, হাসপাতালের যন্ত্রপাতি সংগ্রহসহ অন্যান্য খাতের সাথে স্বাস্থ্যখাতের নানান অনিয়মের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে, অব্যাহত থাকবে।' তিনি বলেন, 'অপরাধীর কোন দলীয় পরিচয় নেই। যত ক্ষমতাধর হোক তাকে আইনের আওতায় আসতে হবে। যারা জনগণের অসহায়ত্ব নিয়ে অবৈধ ব্যবসা করছে, প্রতারণা করছে, শেখ হাসিনা সরকার তাদের বিরুদ্ধে শূণ্য সহিষ্ণুতার নীতিতে অটল।'

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনা সঙ্কটের শুরু থেকে সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ অসহায়, কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। স্থাপন করেছে মানবিকতার অনন্য দৃষ্ঠান্ত মাটি ও মানুষের দল হিসেবে দেশের যে কোনো দূর্যোগে সবার আগে ছুটে যায় আওয়ামী লীগ। অসহায় মানুষের পাশে থাকা আওয়ামী লীগের সাত দশকের ঐতিহ্য।

তিনি বলেন, এরই মাঝে দেশব্যাপী প্রায় সোয়া এক কোটি পরিবারের মাঝে দলীয়ভাবে খাদ্য সাহায়তা দেয়া হয়েছে। সাড়ে দশকোটি টাকার বেশি নগদ সহায়তা দেয়া হয়েছে। খাদ্য ও নগদ সহায়তা ছাড়াও অন্যান্য সহায়তা বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবায় সুরক্ষা সামগ্রী, টেলিমেডিসিন, অ্যাম্বুলেন্সসহ নানাবিধ উপায়ে মানুষের সাথে আছে আওয়ামী লীগ।

তিনি বলেন, কৃষকের ধান কেটে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এখন বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে আছে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যে কারণে চুল কাটছেন না শাহরুখ

শাহরুখ খানের ফেরার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় আছেন তাঁর ভক্তরা। ‘জিরো’ ছবির অসফলতার পর এই বলিউড সুপারস্টারের আর কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। এমনকি তিনি নতুন কোনো প্রজেক্ট হাতে নেননি। আসলে শাহরুখ কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। ভেবেচিন্তে পা ফেলতে চেয়েছেন তিনি। তাই হয়তো ‘পরিচালক হিসেবে শতভাগ সফল’ রাজকুমার হিরানির ছবির মাধ্যমে কামব্যাক করাই নিরাপদ মনে করছেন কিং খান।‘টেড টক’-এর সংবাদ সম্মেলনে শাহরুখ খান বলেছিলেন যে তাঁর হাতে এক ডজন চিত্রনাট্য আছে। তবে তিনি এখনো সিদ্ধান্ত নেননি যে কোন ছবিতে কাজ করবেন। শোনা গিয়েছিল, বলিউডের বাদশার কাছে বড় বড় ব্যানারের প্রস্তাব আছে। ভালো ভালো চিত্রনাট্য আছে। তবে শাহরুখ একটু ব্যতিক্রমী চিত্রনাট্যের সন্ধানে ছিলেন। এমন এক চিত্রনাট্য, যা তাঁর ভেতরের অভিনেতাসত্তাটা জাগ্রত করতে পারবে। এমন এক চরিত্র তিনি চেয়েছিলেন, যা সবার অন্তরে চিরকাল বেঁচে থাকবে। আসলে শাহরুখ বুঝেছেন যে এবার ভুল করলে তাঁর ক্যারিয়ার ভরাডুবি হতে পারে। তাই আর ভুল নয়। সবার প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিলেও রাজকুমার হিরানিকে ফেরাতে পারেননি। তাই দীর্ঘ সময় ধরে বিটাউনের গুঞ্জন যে হিরানির ছবিতে কাজ করতে চলেছেন শাহরুখ। এখনো পর্যন্ত হিরানির সব ছবি বক্স অফিস কাঁপিয়েছে। তাই এই মুহূর্তে হিরানির থেকে নিরাপদ আর কিছু হতে পারে না। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে হিরানিও শাহরুখের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছেন। ‘মুন্নাভাই এমবিবিএস’ আর ‘থ্রি ইডিয়টস’ ছবি দুটির জনপ্রিয় এই পরিচালক কিং খানের সঙ্গে ছবি বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে এবার হিরানি আর শাহরুখকে হাতছাড়া করতে চান না। এদিকে কিং খানের জন্য এই মুহূর্তে হিরানির থেকে ভালো অবলম্বন আর কেউ হতে পারে না।রাজকুমার হিরানির আগামী এই ছবির গল্পের কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে। তাঁর ছবিটি সেই মানুষদের নিয়ে, যাঁরা উপার্জনের আশায় বিদেশে পাড়ি জমান। পাঞ্জাব থেকে প্রচুর তরুণ কানাডায় গেছেন। কানাডা এখন মিনি পাঞ্জাবে পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাবি মেয়েরাও কানাডার ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। জানা গেছে, শাহরুখ এক পাঞ্জাবি যুবকের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। আর সে জন্য তিনি ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন। চরিত্রের প্রয়োজনে তাঁর বড় চুল হতে হবে। আর তাই লকডাউনকে কাজে লাগাচ্ছেন শাহরুখ। শোনা গেছে, তিনি চুল বড় করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। হিরানির এই ছবির শুটিং হবে পাঞ্জাবে ও কানাডায়। এই পরিচালকের বিশেষত্ব যে তাঁর ছবিতে ভরপুর বিনোদনের সঙ্গেও সামাজিক বার্তা থাকে। হিরানির আগামী ছবিতেও এসব কিছু থাকবে। জানা গেছে, চিত্রনাট্যের কাজ প্রায় শেষের পথে। এরপর শাহরুখ ও হিরানি একটা বৈঠক করবেন। ইতিমধ্যে লোকেশন দেখার কাজও শুরু হয়ে গেছে। আগামী আগস্টে ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লকডাউনের কারণে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। জানা গেছে, বছরের শেষের দিকে ছবিটির শুটিং শুরু হতে পারে।

যেসব সৃষ্টিতে বেঁচে থাকবেন সরোজ খান

সরোজ খানের মৃত্যু যেন এক স্বর্ণযুগের অবসান। মাধুরীর ‘ধক ধক গার্ল’ বা শ্রীদেবীর ‘চাঁদনি’ হয়ে ওঠার নেপথ্যের জাদুকর ছিলেন সরোজ। ৩ জুলাই বলিউডের কিংবদন্তি এই নৃত্যপরিচালক ৭১ বছর বয়সে মুম্বাইয়ে মারা যান। তিনি চলে গেলেও তাঁর অমর সৃষ্টিগুলো রয়ে গেছে। তিনবার ভারতের জাতীয় পুরস্কার পাওয়া এই কোরিওগ্রাফারের সেরা কয়েকটি সৃষ্টি নিয়ে এই প্রতিবেদনে। লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য।

মেরে হাতো মে নও নও চুড়িয়াঁ হ্যায়

হাতে রংবেরঙের কাচের চুড়ি। আবেদনমাখা দিঘল দুটি চোখ। আর লাল ঘাঘরা-চোলিতে শ্রীদেবীর নাচ। যশ চোপড়া প্রযোজিত এবং পরিচালিত চাঁদনি ছবির প্রতিটি গান স্মৃতিতে আজও তাজা। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় ‘মেরে হাতো মে নও নও চুড়িয়া হ্যায়’ গানে শ্রীদেবীর নাচ। গানটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। সুর করেছিলেন শিব-হরি। আর গানটি লিখেছিলেন আনন্দ বক্সি। তবে গানটির পেছনে আরেকজনের অবদান আছে, তিনি হলেন যশ চোপড়ার স্ত্রী, তথা গায়িকা পামেলা চোপড়া। পামেলা গানটি লিখতে আনন্দ বক্সিকে সহযোগিতা করেছিলেন। আর গানটির প্রতিটি অনুভূতি এবং মুহূর্তকে পর্দায় যিনি জীবন্ত করেছিলেন, তিনি হলেন সরোজ খান। তাঁর অসামান্য কোরিওগ্রাফিতে ‘মেরে হাতো মে নও নও চুড়িয়া হ্যায়’ গানটির স্মৃতি আজও উজ্জ্বল।

এক দো তিন

এন চন্দ্রা পরিচালিত তেজাব ছবির মোহিনীরূপী মাধুরীকে আজও ভুলতে পারেনি ভারতীয় সিনেমা। এই মোহিনীর নেপথ্য কারিগর সরোজ খান। তেজাব ছবির কালজয়ী গান ‘এক দো তিন’-এর সঙ্গে মাধুরীর মাতাল করা নাচের নেপথ্যে ছিলেন সরোজ। আজও মাধুরীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল এই গানের সঙ্গে জড়িয়ে কিছু স্মৃতি। সরোজ খানের এই গান সম্পূর্ণ কোরিওগ্রাফ করতে মাত্র ২০ মিনিট সময় লেগেছিল। তবে শুট করার আগে টানা ১০-১৫ দিন মহড়া দিতে হয়েছিল মাধুরীকে। এক হাজার মানুষের সামনে গানটির দৃশ্য ধারণ করা হয়। ১৯৮৮ সালে ছবিটি মুক্তির পর প্রেক্ষাগৃহে ‘এক দো তিন’ গানটি পুনরায় দেখানোর অনুরোধ হামেশাই দর্শকদের মধ্য থেকে আসত। এমনকি মোহিনী পর্দায় এলে হলজুড়ে নাকি টাকাও উড়ত।১

ধক ধক করনে লাগা

‘ধক ধক করনে লাগা’ গানে মাধুরী-অনিলের রোমান্স আজও অনেকের মনে দাগ কেটে আছে। বেটা ছবির এই রোমান্টি নাচের দৃশ্য আজও অনেকের স্মৃতিতে রঙিন। এই গানের নেপথ্যেও ছিল সরোজের জাদু। তবে ‘ধক ধক করনে লাগা’ গানটির শুটিং ঘিরে আছে কিছু মজার কাহিনি। ৫ মিনিটের এই গানের প্রথম আড়াই মিনিটের শুটিং হয় তিন দিনে। বাকি অংশের শুটিং হয় মাত্র এক রাতে। মাধুরী তখন বলিউডের ব্যস্ত নায়িকা। তাঁর সময়ের সংকটের কারণে এক রাতেই শুটিং করতে বাধ্য হয়েছিলেন পরিচালক ইন্দ্র কুমার। তবে কম সময়ের মধ্যেও কারিশমা দেখাতে পারেন একজনই, তিনি হলেন সরোজ খান। রাত ৯টায় শুটিং শুরু হয়। ভোর ৫টায় হয় প্যাকআপ। গানটির চিত্রগ্রাহক ছিলেন বাবা আজমি। তিনি বলেছিলেন, রিটেক না হলে এক রাতেই শুটিং শেষ করবেন। আর বাবা আজমি তা—ই করেছিলেন। সরোজ এমন জাদুই দেখিয়েছিলেন যে একবার নাচ তোলার পর কোনো দৃশ্যই দ্বিতীয়বার আর ধারণ করতে হয়নি।

ডোলা রে ডোলা রে

‘ডোলা রে ডোলা রে’ গানটি সরোজ খানের আরেক অমর কীর্তি। সঞ্জয়লীলা বানসালি পরিচালিত দেবদাস ছবির এই গান নিয়ে খুবই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন সরোজ খান। কারণ, এক ফ্রেমে বলিউডের দুই শীর্ষ নায়িকা মাধুরী দীক্ষিত ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে তু লে ধরতে হবে। তাই দুজনের প্রতি সমান নজর দিতে হবে তাঁকে। ‘ডোলা রে ডোলা রে’ গানের মাধ্যমে সরোজ নাচের এক নতুন দিগন্ত মেলে ধরেন। কত্থক ও ভরতনাট্যমদুই শাস্ত্রীয় নৃত্য একত্রে এনে তিনি আবিষ্কার করেন ‘নটওয়ারি’ নৃত্যশৈলী। এই গানের কোরিওগ্রাফির জন্য ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছিলেন।

ইয়ে ঈশক হায়ে

‘ইয়ে ইশক হায়ে’ গানটি মানে এক বিরামহীন ফুরফুরে সফর। এই সফরে যে কেউ সঙ্গী হতে চায়। জাব উই মেট ছবির এই গান সরোজ খানের কোরিওগ্রাফিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ছবির নায়িকা কারিনা কাপুর খানকে তাঁর মাস্টারজি (সরোজ খানকে এই নামে ডাকেন বলিউডের অনেক তারকা) ভীষণ বকুনি দিয়েছিলেন নাচ তোলার সময়। ‘এই মেয়ে কোমড় নাড়া’ বলে রাত একটার সময় কারিনার ওপর চিৎকার করেছিলেন সরোজ। ‘পা নাড়াতে পারিস না তো, মুখটাকে কাজে লাগা’, এ ক থা ও কারিনাকে বলেছিলেন তিনি।

স্ত্রীর কথা সব সময় ঠিক, শহীদকে মীরা

‘পাঁচ বছর। একপলকে পাঁচটা বছর পেরিয়ে গেল। ছোট ছোট জিনিসে যে কত সৌন্দর্য, তা এই পাঁচ বছরে শিখেছি। হৃদয়ের ভেতরে আর বাইরে যে এত খুশি ধরে, তা আগে কখনো টের পাইনি। দুজনে মিলে জীবনের কত মানে বের করা যায়! তোমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে একটু একটু করে আবিষ্কার করি। তুমি যেমন, এই মানুষটা হওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে আরও ভালো মানুষ হয়ে ওঠার জন্য তোমার সাহায্য অস্বীকার করা যাবে না কখনো। শুভ বিবাহবার্ষিকী, প্রিয়তম।’একটা সুন্দর সেলফির সঙ্গে বলিউড তারকা শহীদ কাপুর এভাবেই স্ত্রী মীরা রাজপুতকে জানিয়েছেন বিয়ের শুভেচ্ছা। ২০১৫ সালের ৭ জুলাই নিজের চেয়ে ১৩ বছরের ছোট, ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী, মীরা রাজপুতকে বিয়ে করেছিলেন শহীদ কাপুর। এর আগে প্রেম করেছিলেন কারিনা কাপুর, বিদ্যা বালান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াদের সঙ্গে।

অন্যদিকে বলিউড তারকা শহীদ কাপুরকে মীরা যখন বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১। ২২ বছর বয়সে তিনি প্রথম সন্তান মিশার জন্ম দেন। জৈন নামে দুই বছর বয়সী তাঁদের আরেকটা সন্তান আছে। দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে চমৎকার কাটছে এই জুটির সংসার।মীরা রাজপুত দুই দফা পোস্টের মধ্য দিয়ে জীবনসঙ্গী শহীদ কাপুরকে জানান বিবাহদিবসের শুভেচ্ছা। শহীদ কাপুরকে ধন্যবাদ দিয়ে, প্রশংসা করে লিখেছেন, বিবাহিত জীবন সুন্দরের জন্য তিন শব্দের একটি বাক্য খুবই জরুরি, ‘আই অ্যাম সরি’। মীরা আরও লেখেন, ‘৫ বছর, ৪টি হৃদয়, ৩টি বাড়ি, ২টি বাচ্চা আর একটা চমৎকার পরিবার।

আমি আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে আর কাউকে ভাবতেই পারি না। আমি বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যবান নারী।

যে তাঁর ভালোবাসার মানুষটাকে সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে পেয়েছে। আমাকে তোমার মতো করে কেউ হাসাতে পারে না। আমি তোমাকে নিয়ে যতটা হাসাহাসি করি, তুমি আমাকে তার চেয়েও বেশি হাসাও। বাকি জীবন এভাবেই তোমার সঙ্গে হাতে হাত রেখে পথ চলতে চাই। মনে রাখবে, স্ত্রী সর্বদাই সঠিক। স্ত্রীরা কখনো ভুল বলে না।

আর ৩ শব্দের “গোল্ডেন” বাক্য ব্যবহারে ভুলবে না, “আই অ্যাম সরি”।শহীদ কাপুরকে এরপর দেখা যাবে ক্রিকেটারের ভূমিকায়, ‘জার্সি’ ছবিতে। আপাতত লকডাউনে শুটিং ভুলে মন দিয়ে সংসার করছেন এই ‘কবির সিং’।

বলিউড অভিনেতা জগদীপ মারা গেছেন

বলিউডের সুপরিচিত অভিনেতা জগদীপ আর নেই। তিনি মূলত কৌতুক অভিনেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বুধবার মুম্বাইয়ে নিজের বাড়িতেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন জগদীপ (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর পুরো নাম সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ জাফরি। তবে জগদীপ নামেই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তিনি, বলিউডে এ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি বলিউড অভিনেতা ও নৃত্য শিল্পী জাভেদ জাফরি ও নাভেদ জাফরির বাবা।

গতকাল বুধবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে জগদীপ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। রাত ১১টায় টুইট করে প্রথমে অভিনেতা অজয় দেবগন খবরটি প্রকাশ করেন। জগদীপকে স্মরণ করে অনেকে টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি প্রকাশ করেন। অজয় দেবগন টুইট করে লিখেছেন, ‘জগদীপ সাবের চলে যাওয়ার খবর শুনলাম। পর্দায় তাঁকে দেখতে দারুণ লাগত। দর্শকের মনে এত খুশি এনে দিতেন তিনি। জাভেদসহ তাঁর পরিবারকে আমার সমবেদনা। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।’ অভিনেতা জনি লিবার তাঁর প্রথম ছবির অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। হনসল মেহেতা লিখেছেন, ‘সমবেদনা জাভেদ জাফরিসহ গোটা পরিবারকে। একটা প্রশস্ত হাসি দিয়েই তাঁকে চিরকাল মনে রাখা হবে। প্রিয়দর্শনের “মুসকুরাহাট” ছবিতে অসামান্য অভিনয় করেছিলেন জগদীপ সাব। আমার সেরা লাগে তাঁর ওই ছবিটাই।”

বার্ধক্যজনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে অভিনেতা জগদীপের পরিবার সূত্রে জানা গেছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ‘শোলে’, ‘পুরানা মন্দির’-এর মতো একাধিক হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন জগদীপ। ৭০ ও ৮০-র দশকে অনেক ছবিতে কমেডিয়ানের চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে। তাঁর ব্যতিক্রম কণ্ঠ এবং পর্দায় ভিন্ন রকমের পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে দর্শককে। ‘শোলে’ ছবিতে সুরমা ভুপালির চরিত্রে অভিনয় করে সাড়া ফেলেছিলেন তিনি। ছবিতে তাঁর কণ্ঠে আলোচিত সংলাপ ‘মেরা নাম সুরমা ভোপালি অ্যায়সে হি নেহি হ্যায়’ এখনো দর্শকদের মনে গেঁথে রয়েছে। ১৯৮৮ সালে ওই নামে একটি ছবি পরিচালনাও করেছিলেন তিনি। অনেক ছবিতে মুখ্য চরিত্রেও কাজ করেছেন জগদীপ, তাঁকে কেন্দ্র করেই ছবির গল্প এগিয়েছে।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে চার শতাধিক ছবিতে কাজ করেছেন জগদীপ। এর মধ্যে ‘আন্দাজ আপনা আপনা’, ‘ব্রহ্মচারী’, ‘কুরবানি’, ‘শাহেনশাহ’, ‘নাগিন’-এর মতো সুপারহিট ছবিও আছে। ‘আন্দাজ আপনা আপনা’ ছবিতে সালমান খানের বাবা বাঁকেলালের ভূমিকাতেও তিনি দারুণ অভিনয় করেছেন। সাদাকালো যুগে শিশুশিল্পী হিসেবে জগদীপকে দেখা গেছে বিমল রায়ের ‘দো বিঘা জমিন’, ‘কা আব্বাস মুন্না’ এবং গুরু দত্তর ‘আর পার’ ছবিতে। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সূত্রে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার শিয়া কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হবে।

পাঁচটি পয়সাও পাননি কৃষ্ণকলি

কলার টিউন থেকে ইউটিউব, কত জায়গাতেই না গান শুনিয়ে যাচ্ছেন কাজী কৃষ্ণকলি ইসলাম। অর্থাৎ এসব প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাঁর গান। মনিটাইজ করা বহু ইউটিউব চ্যানেল মেধাস্বত্ব আইন ভেঙে ব্যবহার করছে তাঁর গান। এসব প্ল্যাটফর্ম থেকে কখনো কোনো সম্মানী পাননি কৃষ্ণকলি। নিজের গানগুলোকে একত্র করতে সম্প্রতি একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন এই শিল্পী। কৃষ্ণকলি অফিসিয়াল নামের ওই চ্যানেলে তাঁর নতুন গানগুলোর সঙ্গে ধীরে ধীরে পাওয়া যাবে পুরোনো গানগুলো।

কৃষ্ণকলির অ্যালবামগুলো ছিল জনপ্রিয় ও ব্যবসাসফল। শিল্পী হিসেবে তিনি পেয়েছেন গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি। ২০০৭ সালে ‘সূর্যে বাঁধি বাসা’ অ্যালবামটি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। ‘আলোর পিঠে আঁধার’ ও ‘বুনোফুল’ নামে পরে আরও দুটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন তিনি। ২০১০ সালে ‘মনপুরা’ সিনেমায় ‘যাও পাখি বলো তারে’ গানটির জন্য শিল্পী চন্দনা মজুমদারের সঙ্গে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ নারী কণ্ঠশিল্পী হিসেবে পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এ ছাড়া তিনি মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারও পেয়েছেন।এতকাল পরে কেন ইউটিউবে চ্যানেলের কথা ভাবছেন এই শিল্পী? কৃষ্ণকলি বলেন, ‘ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে আমার গাওয়া গানগুলো লাখ লাখ ভিউ হয়ে আছে। সেসব জায়গা থেকে এখন পর্যন্ত একটা চৌকোনা পাঁচ পয়সাও আমি পাইনি। আগেও টেলিকমগুলো কলার টিউন হিসেবে আমার গানগুলো ব্যবহার করেছে। সেখান থেকেও কোনো পয়সা আসেনি। এতকাল করে মনে হলো আমার একটা অবস্থান নেওয়া দরকার।’ কৃষ্ণকলি মনে করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের একজন শিল্পী হিসেবে নিজের মেধাস্বত্ব ফিরে পাওয়ার অধিকার রাখেন তিনি। তিনি বলেন, ‘আইন অনুযায়ী আমার ইনটেলেকটুয়াল প্রোপার্টি পাঁচ বছরের বেশি কেউ অউন করতে পারবে না।

বৃহস্পতিবার এভিপি এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পূর্ণেন্দু-নিন্দু হত্যা মামলা : দেবোলালের পদত্যাগ চেয়ে এবার সরব প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ

হাফলং (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার পদত্যাগের দাবিতে এবার সরব হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তদানীন্তন সিইএম পূর্ণেন্দু লাংথাসা এবং ইএম নিন্দু লাংথাসা হত্যা মামলায় পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা সহ আরও পাঁচ জনকে অভিযুক্ত করে ডিমা হাসাও পুলিশ হাফলং সিজেএম কোর্টে চার্জশিট দাখিল করার পর থেকেই ডিমা হাসাও জেলায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বেড়ে চলছে। আরোপ প্রত্যারোপে কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাগযুদ্ধ।

প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সিইএম দেবোলাল গারলোসার পদত্যাগ ইস্যুতে সরব হয়ে বলেন, বর্তমান পাহাড়ি জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সমগ্র রাজ্যে জোর চর্চা চলছে। তাছাড়া পাহাড়ি জেলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কংগ্রেস আর বিজেপির এই তীব্র বাগযুদ্ধে যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা ভবিষ্যতের জন্য অশনি সঙ্কেত, মন্তব্য করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে সমরজিৎ বলেন, খুনের মামলায় অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তির সাংবিধানিক পদ আঁকড়ে থাকা সম্পূর্ণ অনৈতিক।

তিনি বলেন, পূর্ণেন্দু ও নিন্দু হত্যা মামলায় পুলিশ দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে আইপিসি-র ১২১/১২১(এ) ধারা প্রয়োগ করেছে। তার মানে ১২১ (এ) ধারা হচ্ছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেশদ্রোহীতার সমান। তাই দেশদ্রোহী ও সংবিধান বিরোধী তকমা নিয়ে সিইএম পদে থাকা অনুচিত। সুতরাং দেবোলাল গারলোসার সিইএম পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত বলে দাবি করেন বক্তা।

সমরজিৎ হাফলংবার বলেন, রাজ্য সরকার প্রসিকিউশন অনুমতি দেওয়ার পরই পুলিশ এই মামলার চার্জশিট আদালতে দাখিল করেছে। তাই এ নিয়ে রাজ্য সরকারকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। খুনের মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তি এভাবে সাংবিধানিক পদ আঁকড়ে থাকার দরুন ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের গরিমা নষ্ট হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন সমরজিৎ হাফলংবার। তিনি বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদে নির্বাচনের মাধ্যমে সিইএম নির্বাচন করা হয়। কিন্তু দেবোলাল গারলোসাকে অস্থায়ী সিইএম হিসেবে নিয়োগ করেছেন অসমের রাজ্যপাল।

তাই দেবোলাল গারলোসাকে সিইএম পদ থেকে সরিয়ে শীঘ্রই স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকে সিইএম নিযুক্তি দেওয়ার জন্য অবিলম্বে অসমের রাজ্যপালের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার।

বুনো হাতির হামলা, রাতের ঘুম উবেছে নগাঁও জেলার বড়মপুরবাসীর

নগাঁও (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : মধ্য অসমের নগাঁও জেলার বড়মপুরে বুনো হাতির তাণ্ডবে রাতের ঘুম উড়ে গেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বুধবার রাতে বড়মপুরের ১ নম্বর ঘোগরগ্রামে বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর করেছে দুটি বুনো হাতি।

গ্রামের জনৈক বাসিন্দা ববি বরার সুলভমূল্যের দোকানের দেওয়াল ভেঙে ৩ বস্তা চাল খেয়ে নিয়েছে বুনো হাতিরা।গ্রামের বৃদ্ধ বাসিন্দা রেণু হাজরিকার বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর করেছে। হাতির ভয়ে গ্রামবাসীদের রাতের ঘুম উবে গেছে। খাদ্যের সন্ধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণকান্ত বরা এবং প্রশান্ত বরার ৩ কাঠা চাষের ক্ষেত নষ্ট করেছে দুটো হাতি। তার আগে গত মঙ্গলবার রাতে শিবস্থান বাগানের নিরঞ্জন ভূমিজ, অজিত মাঝির বাড়িতে ঢুকে হাতিরা ৪ বস্তা ধান খেয়ে গেছে। বর্তমানে হাতি দুটি ঘোগরাগ্রামের জঙ্গলে অবস্থান বলে জানা গেছে। রাতে ফের এলাকায় ঢুকতে পারে বলে আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। বন বিভাগকে খবর দিলেও কেউই হাতি দুটোকে তাড়াতে আসেনি বলে অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসীরা।

উল্লেখ্য, বছরের পর বছর ধরে এভাবেই হাতিরা জঙ্গল থেকে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে এসে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। চাষের ক্ষেত থেকে ফসল খেয়ে নিচ্ছে, গ্রামবাসীদের বাড়ি ভাঙচুর করছে। হাতির হামলায় এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে আজ পর্যন্ত কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ রয়েছে। গত কয়েকদিনে বড়মপুরের ঘোগরগ্রাম, শিবস্থান, আদর্শগাঁও এলাকায় হাতি দুটো বহু মানুষে ঘরদুয়ার ভেঙে নষ্ট করেছে, গ্রামের বেশ অসংখ্য গাছ ভেঙে লণ্ডভণ্ড করেছে বলে জানা গেছে।

করিমগঞ্জের পাথারিয়া জঙ্গল থেকে দশটি সেগুন গাছ কেটে ফেরার বনদস্যুর দল

পাথারকান্দি (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাখারকান্দি বিধানসভা এলাকার পাথারিয়া রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে দশটি সেগুন গাছ কেটে গা ঢাকা দিয়েছে বনদস্যুার দল। আগেও ছিল। সাম্প্রিতকালে বেপরোয়াভাবে পাথারকান্দি বনবিভাগের অধীনস্থ লক্ষ্মীপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাথারিয়া পাহাড়ের চইলতাগুলে অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে বন দস্যুহরা।

জানা গেছে, একদিকে যেমন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভূমি দখল করছেছ ভূমাফিয়ারা, অন্যদিকে বন দস্যুনরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত কয়দিনে এখানকার পাহাড়ি জমি দখল করে সুপারি বাগান গড়ে তোলার পাশাপাশি বেশকয়েকটি মুল্য বান সেগুন গাছ কেটে নিয়ে গেছে বন দস্যা। এই খবর পেয়ে স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীরা সোচ্চার হয়ে উঠলে তদন্তে নামে বন বিভাগ। পরিবেশকর্মীদের চাপে প্রথমে লক্ষ্মীপুর বিট অফিসার ফখরুল ইসলাম ওই স্থানে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি সুপারি বাগান গুড়িয়ে দেন। বিষয়টি ডিএফও পর্যন্ত পৌঁছে।

অভিযোগ, বিট অফিসারের যোগসাজশে ওই জায়গায় গাছ কাটা চলছে। বিট অফিসার নাকি স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে জুলুমবাজি করছেন। বিনা প্ররোচনায় তাদের সুপারি বাগান কেটে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। নালিশ গেছে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের কাছেও।

এদিকে এই খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সরেজমিনে তদন্তে নামেন ডিএফও জালনুর আলি। তিনি আজ দলবল নিয়ে লক্ষ্মীপটুরে উপস্থিত হয়ে প্রায় দশটি চুরিকৃত সেগুন গাছে সরকারি সিলমোহর মারেন। ঘটনা সম্পর্কে পাথারকান্দির রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার দেবজ্যোতি নাথের সাফাই, কর্মী স্বল্পতা এবং বিভাগীয় গাড়ির অভাবের সুযোগ নিয়ে বন মাফিয়ারা সক্রিয় হয়ে ওঠেছে। সম্প্রতি তারা সাতটি সেগুন গাছ কেটে নিলেও সেগুলো নিয়ে যেতে পারেনি। চুরিকৃত গাছগুলোকে সোনাতোলা এলাকার এক জলাশয় থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

দৈনিক ২.৬ লক্ষ করোনা পরীক্ষা ভারতে হচ্ছে দাবি আইসিএমআর এব

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি. স.): করোনা পরীক্ষার হার দৈনিক বৃদ্ধি হয়েছে। বৃহস্পতিবার আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে দৈনিক ২.৬ লক্ষ করোনা পরীক্ষা দেশে হচ্ছে।আইসিএমআর এর বর্ষিয়ান বৈজ্ঞানিক নিবেদিতা গুপ্ত জানিয়েছেন, দৈনিক ২.৬ লক্ষ করোনা পরীক্ষা দেশে হচ্ছে। দিন যত যাবে এই হার বৃদ্ধি পাবে।

করোনা পরীক্ষা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট আইসিএমআর। ট্রু নেট, সি বি নেট, আর টি পি সি আর পাশাপাশি রাপিড এন্ড ডিজাইন টেস্টের মাধ্যমে পরীক্ষা হচ্ছে।গোটা দেশজুড়ে ১১৩২ টি পরীক্ষাগারে করোনা পরীক্ষা হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় গোটা ভারতে ২৪, ৮৭৯ আক্রান্ত হয়েছে।নিহত ৪৮৭।ফলে সব মিলিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭৬৭২৯৬।

অরুণাচলে ভূমিধস, এক শিশুর মৃত্যু, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

ইটানগর, ৯ জুলাই (হি.স.) : গোটা বিশ্ব করোনা-র মোকাবিলা করছে। অরুণাচল প্রদেশকে করোনা-র পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ভারী বৃষ্টিপাতে ইটানগরের দোনি কলোনি এলাকায় সংঘটিত ভূমিধসে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু ওই ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ভারী বর্ষণ অরুণাচল প্রদেশের জনজীবনে ভীষণ প্রভাব ফেলেছে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ৮-টা ১৭ মিনিট নাগাদ ধ্বংসস্তূপ থেকে এক শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু বলেন, গোটা রাজ্য এবং রাজ্যবাসী এই শিশুর মৃত্যুতে শোকাহত। মৃতের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী অরুণাচল প্রদেশ প্রশাসন এবং দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগকে পরিস্থিতির উপর ক্রমাগত নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য আরেকটি ঘটনায়, নাহরলগুনে এক মহিলার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে নদী পার হওয়ার সময় জলের তোড়ে ভেসে গেছেন তিনি। আজ সকালে নির্জুলিতে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব কোভিড-১৯ অতিমারীর সাথে লড়াই করছে। অরুণাচলকে এর সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তিনি নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী বাসিন্দাদের শীঘ্র সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রতিবেশীকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ফেরার বাবা-ছেলে, তদন্তে পুলিশ

হোজাই (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : পুরনো শত্রুতার জেরে প্রতিবেশী জনৈক ব্যক্তিকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে বাবা ও ছেলে মিলে। ঘটনাটি ঘটেছে অসমের হোজাইয়ে। হোজাই থানার উত্তর ডিমরুপার এলাকার বাসিন্দা মইনুল হক ওরফে মঞ্জুল (৫০)-কে আজিজুল হক এবং তার ছেলে আলি হুসেন নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করেছে। খুনি বাবা ও ছেলে পলাতক। পুলিশ মইনুল হকের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য নগাঁওয়ের ভোগননী ফুকননী সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, খুনি আজিজুল হক ও তার ছেলে আলি হুসেন আগে থেকেই ডিমারুপারের মেনরোডের সামনে মইনুলের ওপর হামলা করার পরিকল্পনায় ওত পেতে ছিল। মইনুল তাঁর স্ত্রী হাসিনা বেগমকে নিয়ে নিজের এএস ০২ ৯৭২১ নম্বরের স্কুটিতে করে বাড়ি থেকে বের হতেই রাস্তায় তাদের দুজনের ওপর দা দিয়ে আঘাত করে বাবা ও ছেলে। মইনুল স্কুটি থেকে মাটিতে পড়ে গেলে তার গলা, হাত, পা সমেত শরীরের বেশ কয়েকটি জায়গায় আঘাত করে আজিজুল ও তার ছেলে আলি হুসেন। স্ত্রীর ওপরও হামলা করে তারা। আহত হন স্ত্রী হাসিনা বেগম। ঘটনা সংগঠিত করে খুনিরা পালিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর রাস্তায় রক্তাক্ত দম্পতিকে দেখে স্থানীয়রা দুজনকে হোজাইয়ের হাম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তাররা মইনুলকে মৃত বলে জানান। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু হয় মইনুলের। উল্লেখ্য, এর আগেও দুই পক্ষের মধ্যে একাধিকবার ঝগড়া হয়েছে বলে জানা গেছে। হোজাই পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। খুনিদের ধরতে জাল বিছিয়েছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

কাছাড় জেলায় নতুন করে আরও তিনজন করোনায় আক্রান্ত

শিলচর (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : কোভিড ১৯-এর প্রকোপ যে গতিতে কাছাড় জেলায় বৃদ্ধি পাচ্ছে তা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জেলা প্রশাসন, স্বস্তিতে নেই কেউই। আজ বৃহস্পতিবার কাছাড় জেলায় নতুন করে আরও তিনজন কোভিড ১৯-এর প্রকোপে পড়েছেন।কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জারিকৃত বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত আরও তিনজন করোনায় আক্রান্ত ধরা পড়েছেন। এই তালিকায় রয়েছে দুলাল গ্রামের ৬ বছরের শিশু ধরা পড়েছে। তাঁর কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেহেতু সে ছোটো, তাই তার সঙ্গে তার বাবাকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অপর দুজনের মধ্যে বেকিরপাড়ের সান্ত্বনা সিনহা (৪৭) এবং তৃতীয় আক্রান্ত হলেন সুকমল সিনহা, তিনি সিআরপিএফ কর্মী। তাঁদেরকে শিলচর সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমকে অবগত করে জানান, বর্তমানে শিলচরের সিভিল হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ৪০ জন করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে। এই হাসপাতালের ৫০ জন করোনা রোগী রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ আর মাত্র ১০ জন রোগী হলেই সিভিল হাসপাতাল পূর্ণ হয়ে যাবে।এদিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পালংঘাট মডেল হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল। পালংঘাট মডেল হাসপাতালে ৮০ থেকে ৮৫ জন রোগী রাখা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

কাছাড়ে নয়া ৩৩ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত

শিলচর (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : কোভিড-১৯ কাঁটা শিরপীড়ার কারণ হয়েছে। এর প্রকোপে কাছাড় জেলার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। বৃহস্পতিবার প্রথম পর্যায়ে কোভিড-১৯-এ এক শিশু সহ তিনজন আক্রান্তের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এর পর আরও ৩০ জনের আরেকটি তালিকা প্রকাশ করে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। এ নিয়ে আজ এখন পর্যন্ত মোট ৩৩ জন পজিটিভ ধরা পড়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জারিকৃত বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে। বৃহস্পতিবার ৩৩ জন করোনা আক্রান্ত ধরা পড়েছেন। এই আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন নরসিংহপুরের দেবাশিস শর্মা (৫৪), দীনেশ চন্দ্র নাথ (৮০)-এর এটিপিএস টেস্টে রেজাল্ট পজিটিভ, নরসিংহপুরের প্রাণেশ নাথ (৪৫), তাঁরও এটিপিএস টেস্টে রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে, বীণা রায় (৪৫), সুশান্ত সিনহা (২৭)। বীণা এবং সুশান্তের ধলাইতে এটিপিএস টেস্ট করানো হয়েছিল। অপরজন হলেন নরসিংহপুরের দেবাশিস নাথ (৩৫), নরসিংহপুরের সঞ্জীবকান্তি নাথ (৫২), দেবাঙ্গী নাথ (৩৪), তিনিও নরসিংহপুরের।

এছাড়া আরও ২২ জন কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছেন বৃহস্পতিবার। তাঁদের প্রত্যেকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত রয়েছে। প্রত্যেকই এসেছিলেন বেঙ্গালুরু থেকে। তাঁরা যথাক্রমে কটিগড়ার গণিরগ্রামের রবিজুল আলি মজুমদার (১৯), কাবুগঞ্জের অসিত কুমার সিনহা (২৮), কটিগড়ার খেলনা দ্বিতীয় খণ্ডের ইমরান হুসেন (২৪), মতিনগরের শাহ আলম (২০), কাবুগঞ্জের দিনচন্দ্র সিনহা (৩০), কটিগড়ার লেবুরপুতার তইবুর রহমান (২১), চান্দপুর তৃতীয় খণ্ডের আব্দুল সাদির মজুমদার (২২), সুন্দরী দ্বিতীয় খণ্ডের শাহ আলম (২৮), মতিনগরের কাবুল হুসেন আহমেদ (২২), তাপাং প্রথম খণ্ডের আফজল হুসেন বড়ভুইয়াঁ (২০), মতিনগরের আবুল কাসিম (২১), সুন্দরী দ্বিতীয় খণ্ডের আজাদ হুসেন (২৮), ধলাইর শুকতলার জুনাইদ আহমেদ (১৯), দিদারপুর তৃতীয় খণ্ডের শাকির আহমেদ চৌধুরী (২০), পুনিরমুখের সাসিদ আহমেদ (১৮), মতিনগরের আবদর হুসেন (২১), ধলাইর শুকতলার আলি হুসেন (২১), ধলাই শুকতলার আলি আহমেদ (১৯), সুন্দরী তারাপুরের শাহিরুল হক (২২), ধলাই বাজারের আফসানা বেগম (২০), ধলাই বাজারের আরজিন আখতার (৬ মাস), সোনাই কাজিডহর প্রথম খণ্ডের অনুপ কুমার (২৭)।

বৃহস্পতিবার বিকেল প্রথম তালিকায় যে ৩ জন করোনা আক্রান্ত ধরা পড়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে দুলাল গ্রামের ৬ বছরের শিশু। তাঁর কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেহেতু সে ছোটো তাই তার সঙ্গে তাঁর বাবাকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অপর দুজনের মধ্যে বেকিরপারের সান্ত্বনা সিনহা (৪৭) এবং তৃতীয় আক্রান্ত হলেন সুকমল সিনহা, তিনি সিআরপিএফ কর্মী। তাঁদেরকে শিলচর সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। গত সাত দিনে কাছাড় জেলায় ৯৫ জন কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছেন। যাদের মধ্যে ১১ জনের কোনও ট্রাভেল হিস্ট্রি নেই।

করিমগঞ্জ শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে মান্দাতা আমলের পাইপ লাইন বদলের দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরের পানীয় জল সরবরাহের মান্দাতা আমলের পাইপ লাইনের জরাজীর্ণ অবস্থা শহরবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রায় অর্ধশতাব্দি প্রাচীন লোহার ও কাস্টারের ফুটো পাইপ দিয়ে জলের সঙ্গে মরিচিকা নাগরিকদের সরবরাহ করা হচ্ছে। পানীয় জলের সঙ্গে নালা নর্দমার নোংরা জল মিশে করোনার এবং জলবাহী রোগের জীবাণু রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ফলে শহরবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন সমিতির এক প্রতিনিধি দল এ ব্যাপারে জেলা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্বপনকুমার রায়ের সঙ্গে দেখা করে ছয় দফা দাবি সংবলিত এক স্মারকপত্র তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।

করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুনীতরঞ্জন দত্ত ও সম্পাদক অভিজিৎ রায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি বিভাগীয় আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শহর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের মান্দাতা আমলের জরাজীর্ণ পাইপ লাইনের বাস্তব চিত্র সম্বন্ধে অবগত করে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য অর্ধশতাব্দি পুরানো জরাজীর্ণ পাইপ লাইন যত শীঘ্র সম্ভব বদলানোর দাবি জানান শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা। বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমিতির কর্মকর্তারা আরও বলেন, পানীয় জল সরবরাহের জরাজীর্ণ ফুটো পাইপ লাইন দিয়ে নোংরা জল ঢুকে বিশুদ্ধ জলকে বিষাক্ত করে তুলছে। এতে একাংশ শহরবাসী জলবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুটো পাইপ লাইন দিয়ে অনবরত জল বেরোনোর ফলে রাস্তাঘাট হেঁটে চলাচলের অনুপোযুক্ত হয়ে উঠেছে।

বিভাগীয় তরফ থেকে পানীয় জল সরবরাহের জরাজীর্ণ ফুঁটো পাইপ লাইন সংস্কার না করার কারনে শহরবাসী করোনা আতঙ্কের মধ্যেও অপরিশোধিত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা বিভাগীয় আধিকারিকের সামনে আরও তথ্য তুলে ধরে অভিযোগ করেন, শহরে সময়মতো পানীয় জল পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। সরবরাহের নির্দিষ্ট কোনও সময়ও নেই। মধ্যে মধ্যে বিভাগীয় তরফ থেকে আগাম কোনও সূচনা না দিয়ে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। এতে শহরবাসীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কখনও একবেলা আবার কখনও দু''বেলা জল সরবরাহ করা হয়। সব মিলিয়ে শহরবাসী পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যায় ভুগছেন বলে বিভাগীয় আধিকারিককে অবগত করেন শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা।

বিভাগীয় এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্বপনকুমার রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁরা বলেন, জনগণের সুবিধার জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলিতে কোনও টেপ না থাকার দরুন প্রতিদিন শত শত লিটার জল নষ্ট হচ্ছে। জল যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতেও বিভাগীয় কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা।

ভারতে এখনও গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়নি : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি. স.): এখনও ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়নি। স্থানীয়ভাবে দেশের কোনও এলাকায় সংক্রমণের সংখ্যা বেশি হলেও সমগ্র দেশে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়নি বলেই দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষ বর্ধন।

করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বৃহস্পতিবার মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষ বর্ধন। তিনি দাবি করেন, ভারতে সামাজিক সংক্রমণ হয়নি। তাঁর কথায়, "আমি আজ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। তাঁরা ফের জানিয়েছেন, ভারতে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়নি। কোনও কোনও অঞ্চলে সংক্রমণের সংখ্যা বেশি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সারা দেশে সামাজিক সংক্রমণ হয়নি।"

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়ে বলেন, ব্যাপারটাকে সঠিক প্রেক্ষিত থেকে দেখা উচিত। ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। এখানে প্রতি ১০ লক্ষে ৫৩৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বিশ্বে প্রতি ১০ লক্ষে আক্রান্তের গড় হার ১৪৫৩। ভারতে যে করোনায় মৃত্যুহার ২.৭৮ শতাংশ, সেই ইতিবাচক তথ্যটি বারবার তুলে ধরেন তিনি। এই মুহূর্তে প্রায় ১১০০ ল্যাবে দৈনিক আড়াই লক্ষ মানুষের টেস্ট হচ্ছে। এদিন তিনি আরও দাবি করেছেন দেশের ৯০ শতাংশ করোনা সংক্রমণ হয়েছে দেশের ৮ রাজ্যে । বাকি রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাত, দিল্লি, তেলঙ্গানা, কর্নাটক, উত্তর প্রদেশ এবং অন্ধ্র প্রদেশ এই রাজ্য গুলি থেকেই ৭৫ শতাংশ নতুন আক্রান্তে আসছে। শুধু মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়েই করোনা সংক্রমণে ৫০০০ জন মারা গিয়েছেন। আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ অতিক্রম করেছে।

উল্লেখ্য, এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সকালের বুলেটিনে দেখা যায়, একদিনে কোভিড পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ২৪ হাজার ৮৭৯। করোনা অ্যাকটিভ কেস অর্থাৎ শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে আইসোলেশনে থাকা রোগীদের সংখ্যা বাড়ছে। আজকের হিসেবে দেশে মোট আক্রান্তের হিসেব ৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৯৬। একদিনে ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ৪৮৭ জনের। দেশে এখন মোট কোভিড মৃত্যুর সংখ্যা ২১ হাজার ১২৯।

পাথারকান্দিতে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তি

পাথারকান্দি (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে সড়ক দুর্ঘনায় গুরুতর আহত হয়েছেন জনৈক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তিকে লালখিরা চা বাগানের জনৈক রাধাকৃষণ গোয়ালা (৪২) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ রাধাকৃষণ গোয়লা পাথারকান্দির তিনখাল এলাকা থেকে কৃষিকাজ সেরে সাইকেল নিয়ে জাতীয় সড়ক পথে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। এক সময় দ্রুতগামী একটি ট্রাক এসে তাকে ধাক্কা দিলে গুরুতর জখম হন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতর আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান সোনাখিরা বিকজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা। তাঁকে প্রথমে পাথারকান্দি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভরতি করা হলেও শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় করিমগঞ্জ হাসপাতালে এবং শেষে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়ে।

এদিকে নিজের নির্বাচন ক্ষেত্রের ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন শুনে তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যভার তিনি নিয়েছেন বলে জানান পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। ঘটনার পর পাথারকান্দি পুলিশ দুর্ঘটনাকারী ট্রাকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মহারাষ্ট্রে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

মুম্বই, ৯ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রে করোনা দ্বিগুণ হারে বেড়ে চলেছে।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে।ফলে স্থানীয় স্তরে কমিটি গঠন করে এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

থানের পৌর আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মুম্বইয়ে করোনা মোকাবিলায় সাফল্য মিলেছে।যে প্রক্রিয়ায় মুম্বই সাফল্য পেয়েছে ঠিক সেইভাবেই থানে সাফল্য আসবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মার্চ থেকেই জনগণ জানে যে করোনা মোকাবিলায় কি করতে হবে আর কিনা করতে হবে। জনগণের মধ্যে নজরদারি চালানো এবং তথ্য সরবরাহ করার জন্য স্থানীয় স্তরে কমিটি গঠন করা হবে। এর সঙ্গে চলবে বিপুল পরিমাণে পরীক্ষা এবং কোয়ারেন্টাইন করার প্রক্রিয়া কাজ। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে আগামী দিনে বড় কোম্পানির কারখানা, কলেজগুলিকে করোনা কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

ভোপাল, ৯ জুলাই (হি. স.): মধ্যপ্রদেশের রেবায় আল্ট্রা মেগা সোলার প্রকল্প আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ১০ জুলাই, শুক্রবার করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই উদ্বোধন করবেন তিনি। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সৌরশক্তি যোজনার অন্তর্ভুক্ত এই পরিকল্পনা বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানা গিয়েছে। এই উপলক্ষে উপস্থিত থাকবেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কে সিং। রাজ্য প্রশাসনের জনসংযোগ আধিকারিক পঙ্কজ মিত্তল জানিয়েছেন, প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রকল্প ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরিতে সক্ষম।প্রায় তিন বছর আগে ২০১৭ সালের ২২ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন শিবরাজ সিং চৌহান। প্রায় আড়াই বছরের মধ্যে প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়েছে।সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টন এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

করোনাকে ভাল ভাবেই মোকাবিলা করছে ভারত, জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি. স.): বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও ভারত এখনও পর্যন্ত করোনা মোকাবিলা ভালভাবেই করেছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্তন্তর্রকের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি রাজেশ ভূষণ।বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত করোনা মোকাবিলা ভালোভাবেই করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতি ১০ লাখে আক্রান্তের হার বিবেচনা করলে বোঝা যাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো জায়গায় রয়েছে ভারত।প্রতি ১০ লাখে ভারতে পনেরোটা মৃত্যু হচ্ছে। যা গোটা বিশ্বের নিরিখে ৪০ গুণ কম।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ১০ লাখে ভারতে ৫৩৮ জন আক্রান্ত হয়েছে। যা অন্যান্য দেশের তুলনায় ১৬ থেকে ১৭ গুণ কম।করোনা দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর অযথা কোনো চাপ বাড়ায়নি।স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা প্রতিষেধকের ট্রায়াল চালানো হবে।

কয়লা কেলেঙ্কারিতে জড়িত বলে কাছাড়ের পুলিশ সুপার বদলি, সম্পত্তির হিসাব দিন কৌশিক, দাবি প্রদীপের

শিলচর (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : কয়লা কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কাছাড়ের পুলিশ সুপার মানবেনর্ন দেবরায়কে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে এই খবর দিয়ে বাকিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। বলেছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা উপদেষ্টা গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।
এক প্রেস বিবৃতিতে এই দাবি করে দত্তরায় আরও বলেছেন, অসমের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কয়লা কেলেঙ্কারির সঙ্গে বিজেপির কাছাড় জেলা সভাপতি কৌশিক রাইয়ের নাম জড়িয়ে খবর প্রকাশিত হচ্ছে। তা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই তাঁর নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন কৌশিক। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনওদিন এ-ধরনের অভিযোগ করেননি। সুতরাং ওই সব অভিযোগ কেউ বিশ্বাস করবে না। আর তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ এ ধরনের অভিযোগ তুলবেনও না।
বিবৃতিতে দত্তরায় বলেছেন, 'কৌশিক রাই নিজের কেলেঙ্কারি ডাকতেই এভাবে আমার পিছনে লেগেছেন। কারণ আমি মুখ খুলতেই ওঁর অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে। তাই আমার মুখ বন্ধ করার জন্য এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন কৌশিক। তবে এ সব করে আমার মুখ কেউ বন্ধ করাতে পারবেন না। আমি এ সবে ভয়ও করি না।'
একটি গল্পের অবতারণা করে প্রদীপ বলেন, 'একবার একটি স্টেশনে একজন যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। ঘোড়াওয়ালাকে ওই যাত্রী জিজ্ঞেস করলেন, অমুক জায়গায় যাব ভাড়া কত দিতে হবে? ঘোড়া গাড়ির চালক বলল পাঁচ টাকা লাগবে। তখন যাত্রী বললেন এক টাকা দেব। ঘোড়া চালক বলল, বাবু আপনি এটা কী বললেন? এই ভাড়া শুনে আমার ঘোড়াও হাসবে। কৌশিক রাইয়ের কাছে আমি টাকা চেয়েছি এই অভিযোগটা অনেকটা এই গল্পের মতোই। ঘোড়া হাসবে কিন্তু লোক হাসবে না।'
তিনি বলেন, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন করেছেন। আকসা-র নেতৃত্বে বরাক উপত্যকার জনগণের আশীর্বাদকে সঙ্গে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনও অভিযোগ তুলতে পারেননি। আকসা-র আন্দোলনের সময় জনগণ স্বেচ্ছায় অনেক সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনওদিন মুখ খুলতে পারেনি। তিনি স্বচ্ছ এবং সততার সঙ্গে ১০ বছর ছাত্র আন্দোলন চালিয়েছেন। সুতরাং কৌশিক রাই এই মনগড়া অভিযোগ কোথা থেকে এনে উত্থাপন করছেন তা জানেন না প্রদীপ। এবার হুমকি, এই অভিযোগ তাকে প্রমাণ করতে হবে, বলেন তিনি।
আরও বলেন, 'কৌশিক রাইয়ের বিরুদ্ধে আমার নিজস্ব কোনও বক্তব্য ছিল না। লোকায়ুক্তের দেওয়া সিবিআইয়ের কাছে যে তালিকা রয়েছে তাতে কৌশিক রাই এবং প্রদেশে বিজেপির উপ-সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে। আমি সেটাই জনগণের কাছে তুলে ধরেছি। যে বিজেপি দল সহনশীলতার কথা বলে, দেব না নেব না কথা বলে, শূন্য সহনশীলতার কথা বলে, সেই জায়গায় প্রদেশে বিজেপির সহ-সভাপতি এবং জেলা বিজেপির সভাপতির নাম রয়েছে সিবিআইয়ের তালিকায়। এটা বিস্ময়কর ঘটনা। তাতে বিজেপি দলের বদনাম হচ্ছে।
প্রদীপের বক্তব্য, 'বিজেপি দলের একটা ভাবমূর্তি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল নিজে জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করেন। আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি। এ রকম দল থেকে কৌশিক-বিশ্বরূপের মতো লোকদের বহিষ্কারের কথা বলেছিলাম আমি। তাতে অন্যায় কোথায়? গণতান্ত্রিক অধিকার সকলের আছে। আমি গণতান্ত্রিক অধিকারের অধীনেই তাঁদের পদত্যাগের দাবি করেছি। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক এঁদের শুধু পদত্যাগ চাননি, গ্রেফতারের দাবি করেছেন। কৌশিক রাই কোথা থেকে এমন সাহস পেলেন আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে মামলা করার, সেটা আমি জানি না।'
বিবৃতিতে প্রদীপ লিখেছেন, 'কৌশিক রাই আরও বলেছেন, তিনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন করেছেন! তাঁর তখন বয়স কত ছিল যে তিনি আন্দোলন করতে নেমেছিলেন? যে কৌশিক রাইর আগে পকেট থেকে ৫০০ টাকা বের করার ক্ষমতা ছিল না, স্কুটার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, এখন লক্ষ্মীপুরে বিশাল অট্টালিকা কীভাবে তৈরি করছেন তার জবাবটা যেন আগে দেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশনের পাশে দুই বিঘা জমি কত টাকা দিয়ে কিনেছেন তার জবাব কৌশিককে দিতে হবে। গুয়াহাটির হাতিগাঁওয়ে ২৫ কোটি টাকা দিয়ে কীভাবে একটি হোটেল কিনলেন কৌশিক তারও জবাব দিন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজনীতি নয়, করোনার জটিল পরিস্থিতিতে বিরোধী দল সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের আহ্বান অসম বিজেপির

গুয়াহাটি, ৯ জুলাই (হি.স.) : অসমে অতিমারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কঠিন এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস সমেত অন্য বিভিন্ন দল ও সংগঠনগুলোকে রাজনীতি না করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপির অসম প্রদেশ মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী।
এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে তিনি আহ্বান জানিয়ে অসমবাসীকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, লকডাউনের ফলে সাধারণ মানুষের বহু কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সরকারের বেঁধে দেওয়া কোভিডের নীতি নিয়ম মেনে রাজ্যে করোনা গণ সংক্রমণের হার কমাতে সাহায্য করছেন। তাঁর কথায়, যেহেতু এই ভাইরাস ঠেকাতে এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের ওষুধ বা ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি তাই এই মুহূর্তে সামাজিক ব্যবধান মেনে চলে, মাস্ক পরে এবং লকডাউন মেনে চলাটাই ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানোর একমাত্র উপায়। সরকারও কোভিড ঠেকাতে যে সব পদক্ষেপ নেওয়ার নিয়েছে, তাই তিনি রাজ্য সরকারকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে করোনাময় এই জটিল পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস সমেত আরও বেশ কয়েকটি দল সংগঠন করোনা নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মনে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, মনে করেছেন তিনি।
বিবৃতিতে রূপম বলেন, দুদিন আগেও নগাঁওয়ের রূপহিতে বিধায়ক নুরুল হুদার নেতৃত্বে এক প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কোনও ধরনের সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা হয়নি, ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে বর্তমানে তাঁর রাজনীতি করার চেয়ে জনতার স্বাস্থ্যের সুরক্ষার কথাটা চিন্তা করা বেশি প্রয়োজন ছিল। যে সময় অতিমারি করোনা গণ সংক্রমণের দিকে এগোচ্ছে, রাজ্য সরকার লকডাউন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে, ঠিক সে সময় এ ধরনের প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করা অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে।
ধিংয়ের বিধায়ক বাবার জানাজার সময়ও কোনও ধরনের সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা হয়নি। সেই ঘটনার কথাও উল্লেখ করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কারণেই রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি আরও বেশি জটিল হয়েছে বলে মন্তব্য করেন রূপম গোস্বামী।

করিমগঞ্জ শহরে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করতে মান্দাতা আমলের পাইপ লাইন বদলের দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরের পানীয় জল সরবরাহের মান্দাতা আমলের পাইপ লাইনের জরাজীর্ণ অবস্থা শহরবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রায় অর্ধশতাব্দি প্রাচীন লোহার ও কাস্টারের ফুটো পাইপ দিয়ে জলের সঙ্গে মরিচিকা নাগরিকদের সরবরাহ করা হচ্ছে। পানীয় জলের সঙ্গে নালা নর্দমার নোংরা জল মিশে করোনার এবং জলবাহী রোগের জীবাণু রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ফলে শহরবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন সমিতির এক প্রতিনিধি দল এ ব্যাপারে জেলা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার স্বপনকুমার রায়ের সঙ্গে দেখা করে ছয় দফা দাবি সংবলিত এক স্মারকপত্র তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।
করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুনীতরঞ্জন দত্ত ও সম্পাদক অভিজিৎ রায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি বিভাগীয় আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শহর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের মান্দাতা আমলের জরাজীর্ণ পাইপ লাইনের বাস্তব চিত্র সম্বন্ধে অবগত করে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য অর্ধশতাব্দি পুরানো জরাজীর্ণ পাইপ লাইন যত শীঘ্র সম্ভব বদলানোর দাবি জানান শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা। বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমিতির কর্মকর্তারা আরও বলেন, পানীয় জল সরবরাহের জরাজীর্ণ ফুটো পাইপ লাইন দিয়ে নোংরা জল ঢুকে বিশুদ্ধ জলকে বিষাক্ত করে তুলছে। এতে একাংশ শহরবাসী জলবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুটো পাইপ লাইন দিয়ে অনবরত জল বেরোনোর ফলে রাস্তাঘাট হেঁটে চলাচলের অনুপোযুক্ত হয়ে উঠেছে।
বিভাগীয় তরফ থেকে পানীয় জল সরবরাহের জরাজীর্ণ ফুঁটো পাইপ লাইন সংস্কার না করার কারনে শহরবাসী করোনা আতঙ্কের মধ্যেও অপরিশোধিত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা বিভাগীয় আধিকারিকের সামনে আরও তথ্য তুলে ধরে অভিযোগ করেন, শহরে সময়মতো পানীয় জল পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। সরবরাহের নির্দিষ্ট কোনও সময়ও নেই। মধ্যে মধ্যে বিভাগীয় তরফ থেকে আগাম কোনও সূচনা না দিয়ে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। এতে শহরবাসীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কখনও একবেলা আবার কখনও দু''বেলা জল সরবরাহ করা হয়। সব মিলিয়ে শহরবাসী পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যায় ভুগছেন বলে বিভাগীয় আধিকারিককে অবগত করেন শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা।
বিভাগীয় এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্বপনকুমার রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁরা বলেন, জনগণের সুবিধার জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলিতে কোনও টেপ না থাকার দরুন প্রতিদিন শত শত লিটার জল নষ্ট হচ্ছে। জল যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতেও বিভাগীয় কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শহর উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তারা।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর
আওয়ামী লীগ নেতাররকর্মীরা। আমি দুর্গত এলাকার মানুষকে সহায়তার জন্য আবারও দলীয় নেতাকর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছি।
ওবায়দুল কাদের বলেন, করোনা সঙ্কটে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণের জন্য ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপ কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণের ধারাবাহিকতায় আজ অক্সিজেন জেনারেটরসহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রদাণ করা হচ্ছে সংক্রমিত জেলা সমূহের হাসপাতাল ও বন্যা কবলিত জেলাগুলোর সদর হাসপাতালে।
সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, করোনা সঙ্কটের পাশাপাশি বন্যাদুর্গত অসহায় মানুষের সুরক্ষা সরকারের জন্য নূতন আরেকটি চ্যালেঞ্জ। আপনারা জানেন, ফি বছর নানান ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। আমাদের আছে সঙ্কটের সাহসী ও মানবিক নেতৃত্তের শেখ হাসিনা দুর্যোগকালে মানবিকতার আধার ও আস্থার ঠিকানা।
তিনি বলেন, শেখ হাসিনা সব সময় অসহায় মানুষের পাশে আছেন। বন্যা দুর্গত এলাকায় মানুষের সুরক্ষা মানবিক সহায়তা প্রদানে ইতিমধ্যে তিনি দিয়েছেন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। এর পাশাপাশি বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পরই শুরু হবে পুনর্বাসন কার্যক্রম। গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহায়তাসহ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নেয়া হচ্ছে গুচ্ছ পরিকল্পনা। আপনারা মনোবল হারাবেন না, মনে সাহস রাখুন।
এসময় আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আবদুর রহমান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, মির্জা আজম, এসএম কামাল হোসেন ও সাখাওয়াত হোসেন শফিক, ত্রান ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃনাল কান্তি দাস, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, উপদপ্তর সম্পাদক সায়েম খান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শাহাবুদ্দিন ফরাজি ও আনিসুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কনটেইনমেন্ট জোনের বাসিন্দাদের খোঁজ নিতে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ চক্রবেরিয়ায়

কলকাতা, ৮জুলাই (হি. স): পুনরায় লক ডাউনের কবলে পড়েছে ভবানীপুর এলাকার চক্রবেরিয়া। এখানে এলাকার বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ। এখানে পাঁচটি এলাকাকে সংক্রমিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিটি কমপ্লেক্সের জন্য তৈরি হয়েছে এক একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ। এই গ্রুপে রয়েছেন কলকাতা পুরসভার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর অসীম বসু, ভবানীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি, এবং সংশ্লিষ্ট বাড়ির নিবাসীরা। যেহেতু চক্রবেরিয়ার ওই ৭০ নম্বর ওয়ার্ড সংক্রমিত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তাই ওই এলাকার সংশ্লিষ্ট বাড়ি গুলি থেকে যেমন কেউ বাইরে বেরোতে পারবেন না ঠিক তেমনই ওই এলাকায় কেউ বাইরে থেকে প্রবেশও করতে পারবেন না। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় মানুষদের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে।
এই প্রসঙ্গে এলাকার বিদায়ী কাউন্সিলর অসীমবাবু জানান, 'যেহেতু এই পাঁচটি এলাকায় লকডাউন করা হচ্ছে তাই আমরা প্রতিটি বাড়ির জন্য আলাদা করে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ খুলেছি। এখানে বাসিন্দারা সকাল বেলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেদের প্রয়োজন জানিয়ে দেবেন। সেই মত আমরা তাঁদের জিনিস পৌঁছে দেব'। প্রসঙ্গত, যে সমস্ত এলাকা থেকে বারংবার সংক্রমনের খবর আসছে সেই জায়গাগুলোকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে পুনরায় লক ডাউনের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। এই অবস্থায় কলকাতায় মোট ২৫ টি এলকাতে নতুন করে লক ডাউন শুরু হবে আজ বিকেল পাঁচটা থেকে। আগামী ৭ দিন এই এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি চালাবে স্থানীয় প্রশাসন। এরপর যদি ওই এলাকা থেকে আর কোনও সংক্রমনের খবর না মেলে তাহলে সেখানে খানিক শিথিল করা হবে লকডাউন। আর যদি ফের সংক্রমনের খবর আসে তাহলে পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত এক ইনটার্ন, কোরেন্টাইনে নার্স ও চিকিৎসক

বাঁকুড়া, ৯ জুলাই (হি.স.) : করোনাৰ থাবা এবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। হাসপাতালেৰ এক ইন্টার্ন আক্রান্ত হয়েছেন। বুধবার তার লালা রস পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় , বৃহস্পতিবার সেই পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ আসে,তারপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে মেডিসিন বিভাগে কর্মরত ইন্টার্নেৰ নিবিড় সংস্পর্শে আসা আটজনের লালাৰসপরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে ৪ জনের পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে।তার সঙ্গে ওই মেডিসিন বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক, নাস,কর্মীদের কোরেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা: পার্থ প্রতিম প্রধান জানানএক ইন্টার্নেৰ কোভিদ পজেটিভ ধরা পড়ার পর তাকে ওন্দা কোভিদ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, তার সঙ্গে নিবিড় সংস্পর্শে আসা আটজনের আটজনের পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় তার মধ্যে চারজনের রেজাল্ট নেগেটিভ।এছাড়াও ওই বিভাগে চিকিৎসারত রোগী ও তার সহকর্মীদের লালা রস পরীক্ষা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া জেলায় ৩৬টিকোৰেনটাইন জোনে কড়াভাবে লকডাউন পালনেৰ সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন।স্বাস্থ্য দপ্তৰেৰ বুলেটিনে পকাশ গতকালই জেলায় আরো ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

হুগলিতে কনটেইনমেন্ট জোনে কড়া হাতে লকডাউন সফল করতে পুলিশি তৎপরতা

হুগলি, ৯ জুলাই (হি. স.) : হুগলিতে ২১ টি কনটেনমেন্ট জোন করা হয়েছে।বুধবার বিকাল পাঁচটা থেকে লাগু হবে লকডাউন।কনটেনমেন্ট জোন লাগোয়া কিছু বাফার জোনেও হবে লকডাউন। শ্রীরামপুরে পুলিশ থেকে মাইকিং করা হয়।কনটেনমেন্ট জোন লেখা ব্যানার পুলিশ গার্ডরেলে লাগিয়ে রাস্তা সিল করা হয় কনটেনমেন্ট এলাকায়।শ্রীরামপুর পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাপাড়া স্যানিটাইজড করা হয়।
রিষড়া এন এস রোড এলাকায় বাসিন্দারাই বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে বহিরাগতদের ঢোকা বেরোনো বন্ধ করতে।কয়েকটি কনটেনমেন্ট জোনে পুলিশকে দেখা যায় বাসিন্দাদের বোঝাতে।লকডাউন মানতে হবে,বাইরের কাউকে না ঢুকতে দিতে খুব প্রয়োজন ছাড়া কনটেনমেন্ট জোন থেকেও কেউ বেরোতে পারবে না।এক সপ্তাহ চলবে লকডাউন তাই প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে ভীর জমে মুদিখানা রেশন দোকানে।শহরাঞ্চলের এক একটি ওয়ারের্ডের কয়েকটি পাড়া বা মহল্লা কনটেনমেন্ট করা হয়েছে।এর বাইরে থাকা ব্যাঙ্ক দোকান বাজার খোলা থাকবে।

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর
আগে বিশ্রামগঞ্জ থানার জনৈক এএসআই কর্তব্যরত অবস্থায় শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর ছিল। শরীরে জ্বর থাকায় বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি পান্নালাল সেন ওই পুলিশ কর্মীকে ছুটি দিয়ে দেন। বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসক দেখান। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর করোনা সংক্রমণ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বুধবার রাতে তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।
এ-বিষয়ে সিপাহিজলার জেলাশাসক সিকে জমাতিয়া বলেন, বিশ্রামগঞ্জ থানায় পুলিশ কর্মীর করোনা আক্রান্তের ঘটনায় থানার সকল কর্মীকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ওই থানা স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্রামগঞ্জ থানা করোনা ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা দেওয়ার বিষয়ে সিপাহিজলার পুলিশ সুপার এবং বিশালগড়ের মহকুমাশাসক পর্যালোচনা করছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনা সংক্রমিত ওই পুলিশ কর্মীকে দশরথ দেব কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে।

কর্তার

● প্রথম পাতার পর
বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৬৭,২৯৬ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২,৬৯,৭৮৯)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১,১২৯। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪,৭৬,৩৭৮ জন।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২১,১২৯ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে দু''জন, অসমে ১৬ জন, বিহারে ১০৭ জনের, চন্ডীগড়ে ৭ জন, ছত্তিশগড়ে ১৪ জন, দিল্লিতে ৩২১৩ জনের, গোয়া ৮ জন, গুজরাটে ১৯৯৩ জনের, হরিয়ানায় ২৮২ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৪৯ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২২ জনের, কর্ণাটকে ৪৭০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৭ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬২৯ জন, মহারাষ্ট্রে ৯,৪৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৪৮ জনের, পুদুচেরিতে ১৪ জন, পঞ্জাবে ১৭৮ জন, রাজস্থানে ৪৮২ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,৭০০ জন, তেলেঙ্গানায় ৩২৪ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৪৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৮৪৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৮২৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। করোনা-আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে এগিয়েই রয়েছে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,২৩,৭২৪-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১০,৪৮,৬৪, গুজরাটে ৩৮,৩৩৩, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪,৮২৩, উত্তর প্রদেশে ৩১,১৫৬ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১২,২৩,৫০।
মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত গতিতে চলছে নমুনা পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ৮ জুলাই পর্যন্ত ১,০৭,৪০,৮৩২টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। শুধুমাত্র ৮ জুলাই ২,৬৭,০৬১ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারক জার্নালিস্ট ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ জুলাই।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্দেশ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কাছে বুধবার দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিট নাগাদ এক ডেপুটেশনে মিলিত হয় ত্রিপুরার জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি। উক্ত এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি গয়া চন্দ্র সূত্রধর, ইউনিয়নের সম্পাদক ব্রতীন ভট্টাচার্য, সহ সাগর দেব ও সৌরভ পোদ্দার। এইদিন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক তথা ভাস্বর ভট্টাচার্য্য-র কাছে মোট ৬ দফা দাবির সমর্থনে দাবি সনদ তুলে দেন প্রতিনিধি দল। সাংবাদিকদের কিভাবে স্বার্থ রক্ষা করা যায় তার পাশাপাশি পেনশন রুলস তৈরি করা, সাংবাদিকদের আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করা, মহকুমা স্তরের সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান সহ সাংবাদিকদের জ্যাকেট ও দুই জন সাংবাদিক হত্যার তদন্তের নিষ্পত্তি করার আবেদন জানিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

কন্টেইনমেন্ট জোন চিহ্নিতকরণ নিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সিপিএম ও বিজেপি-র দুই নেতার

কলকাতা, ৯ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার কন্টেইনমেন্ট জোন চিহ্নিতকরণ নিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেন সিপিএম এবং বিজেপি-র দুই নেতা।
বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী টুইটে লিখেছেন, "কে বানালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার কন্টেইনমেন্ট জোন? কোন বিবেচনায়? পরিকল্পনাহীনতার চূড়ান্ত! অবৈজ্ঞানিক। অযৌক্তিক ব্যবস্থা। তৃনমূলীদের নির্দেশে মনগড়া তালিকা? বাতিল করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের ডাকুন, তাদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নিন - মুখ্যমন্ত্রী। সবজান্তা হয়ে রাজ্যবাসীর আর কত ক্ষতি করবেন মাননীয়া?"
বিজেপি নেতা রন্তিদেব সেনগুপ্ত ফেসবুকে লিখেছেন, "সংবাদে দেখলাম , স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যসচিব দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কনটেনমেন্ট জোনের যে তালিকা পেশ করেছিলেন তা বাতিল করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। সোনারপুর , রাজপুর , ডায়মন্ড হারবার , মেটিয়াবুরুজের মতো এলাকার অনেক ওয়ার্ড ওই তালিকায় থাকাতেই মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি। আমার একটিই প্রশ্ন , কনটেনমেন্ট জোনের তালিকা কি তৈরি হবে সংক্রমণের প্রকোপ বিচার করে , না , এলাকার বাসিন্দাদের জাত ধর্ম বিচার করে ?" পোস্ট করার পর বেলা ৩টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১০২, ৬ ও ১৯টি।

ফের লকডাউনের আগে বেলেঘাটায় মাইকিং পুলিশের

কলকাতা, ৯ জুলাই (হি স): করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। এরই মাঝে ফের বৃহস্পতিবার ৫ টা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লকডাউনের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। ইতিমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসাবে সিল করা হয়েছে বেলেঘাটার চাউল পট্টির একাংশ। ফের লকডাউনের আগে বেলেঘাটায় চাউল পট্টিতে মাইকিং কলকাতা পুলিশের।
পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতায় বেড়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা। আর সেই চিহ্নিত করনের মাধ্যমেই সিল করা হয়েছে বেলেঘাটার চাউল পট্টির একাংশ।পুলিশের তরফে এলাকায় মাইকিং করে জানানো হচ্ছে কারণ ছাড়া বাড়ির বাইরের না বেরোতে। কিছু প্রয়োজনে বেলেঘাটা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। অতি জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বেরনো যাবে না বাড়ির বাইরে।

ধৃত দুই

● প্রথম পাতার পর
পাকড়াও করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বিভিন্ন

● প্রথম পাতার পর
আন্দোলনকারীদের ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। যদিও পরে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

পরিবার

● প্রথম পাতার পর
মনে হচ্ছিল পরিবারের লোকজনের কাছে। তাতেই বিপত্তি। ওই ভাত খেয়ে পরিবারের সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তরের নজরে আনা হয়। খবর পেয়ে খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা ওই বাড়িতে ছুটে আসে। চালের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য আগরতলায় ল্যাবে পাঠানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা ব্লকের অধীন রাজাপুর এডিসি ভিলেজ কমিটির কার্যালয়ে। সেখানে তিনি স্থানীয় জনসাধারণ এবং ভিলেজের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে কথা বলেন। এছাড়াও তিনি শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি ব্লকের মহুরীপুর গ্রাম প'ায়েত অফিস পরিদর্শন করেন। প'ায়েতের জনপ্রতিনিধি, জনগণ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে উন্নয়ন কাজ নিয়ে কথা বলেন। এর পর মুখ্যমন্ত্রী বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অধীন রাজনগর, দক্ষিণ রাজনগর ও একিনপুর গ্রাম প'ায়েত অফিস এবং ঋষ্যমুখ ব্লকের দক্ষিণ সোনাইছড়ি গ্রাম প'ায়েত অফিস সফর করেন। ত্রি-স্তরীয় গ্রাম প'ায়েতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা, অটল জলধারা যোজনা, আয়ুমান ভারত প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনা ইত্যাদির সুফল মানুষ পাচ্ছেন কিনা জনপ্রতিনিধিদের কাছে খোঁজ নেন। জনপ্রতিনিধিদের এসব যোজনার সুফল মানুষ কতটা পেয়েছেন সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেন। উজ্জলা যোজনায় গ্যাস এজেন্সিগুলিকে অবশ্যই হোম ডেলিভারি করার কথা বলেন। এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের নজর রাখতে বলেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ফ্রি রেশন, বিভিন্ন সামাজিক ভাতার টাকা, ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের টাকা পেয়েছেন কিনা সে সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকার ক্রমানুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা বলেন। এম জি এন রেগার কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। জনজাতি এলাকায় উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন। তিনি জনজাতি মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উন্নয়ন কাজের সঠিক বাস্তবায়ণে গ্রামস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আরও সক্রিয় নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী নির্মাণ শ্রমিক এবং পরিযায়ী শ্রমিকগণ যাতে কাজ ও খাদ্যের অভাব না হয় সেক্ষেত্রে সরকারী সুযোগ পৌঁছে দিতে গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাবম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লকের শাকবাড়ি এডিসি ভিলেজের অফিস এবং হেলথ ও ওয়েলনেস সেন্টার পরিদর্শন করেন।
দক্ষিণ জেলা সফরকালে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, সহকারি জেলা সভাধিপতি বিভিষণ চন্দ্র দাস। এছাড়াও প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, বি এ সি চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট প'ায়েতগুলির প্রধান ও চেয়ারম্যানগণ মুখ্যমন্ত্রী সফরকালে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব পি কে গোয়েল, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধণ, দক্ষিণ জেলার জেলা পুলিশ সুপার জে এস মীনা সহ উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রীর সফরকালে উপস্থিত ছিলেন।

চার দিনের টেস্টের বিপক্ষে অবস্থান সৌরভের

চার দিনের টেস্ট চালুর বিপক্ষে সৌরভ গাঙ্গুলি। ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও এখন বিসিসিআই প্রধান সৌরভ টিকিয়ে রাখতে চান পাঁচ দিনের টেস্টকে

আইসিসির চার দিনের টেস্ট নিয়মিত আয়োজন করার প্রস্তাব বড় ধাক্কা খেল। ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলি যে চার দিনের টেস্টের বিপক্ষে। ঠাসা ক্রিকেট সূচির মধ্যে আরও বেশি ম্যাচ আয়োজন করার জন্যই চার দিনের টেস্টের প্রস্তাব দিয়েছে আইসিসি। ২০২৩ সাল থেকে শুরু হতে যাওয়া আট বছরের নতুন চক্রে ধারণাটা বাস্তবায়ন করতে চায় বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা আইসিসি।এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে দুটি চার দিনের টেস্ট হয়েছে। যার একটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলেছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে, অন্যটিতে মুখোমুখি হয়েছে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। তবে বোর্ড অব কন্টোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া বা বিসিসিআই প্রধান সৌরভ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তিনি চার দিনের টেস্টের ভক্ত নন। বিসিসিআই নির্মিত এক ভিডিও অনুষ্ঠানে আজ সৌরভ জানালেন পাঁচ দিনের টেস্টের জন্য তাঁর পক্ষপাতের কথা, 'আমি চার দিনের টেস্টের বড় ভক্ত নই। কারণ, বেশির ভাগ ম্যাচেই তো শেষ হবে না। চার দিনের ম্যাচের মেজাজ অন্যরকম হবে। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি পাঁচ দিনের টেস্ট নিয়ে খামখেয়ালির কোনো মানে নেই। আমার কাছে পাঁচ দিনের টেস্টই সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে সেরা।'গুঞ্জন আছে আইসিসির শূন্য চেয়ারম্যান পদের জন্য নির্বাচন করতে পারেন ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই অধিনায়ক। চার দিনের টেস্টের ধারণার বিরোধী হলেও সৌরভ দিবারাত্রি টেস্ট বেশি বেশি আয়োজনের পক্ষে। গত নভেম্বরে সৌরভের আগ্রহেই কলকাতায় বাংলাদেশ-ভারতের টেস্টটি দিবারাত্রির হয়েছিল। তিন দিনের কম সময়ে শেষ হলেও ইডেন গার্ডেনে প্রচুর দর্শক হয়েছিল। সৌরভ উদাহরণ দিলেন সেটিরই, 'দর্শকের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি টেস্ট সিরিজে অন্তত একটি দিবারাত্রির ম্যাচ থাকা উচিত। আমরা কলকাতায় গোলাপি টেস্ট খেলেছি। আমার মনে এটা ভারত-বাংলাদেশের অন্য যে কোনো ম্যাচের মতো হলে ১০ ভাগের এক ভাগ দর্শক হতো।'

আইপিএল হচ্ছে না ভাবতে পারছেন না রোডস

আইপিএল ছাড়া গোটা একটা বছর চলে যাবে, ভাবা যায়! দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক তারকা জন্টি রোডসের দুঃখ এটি নিয়েই। তিনি মনে করেন আইপিএল বাৎসরিক ক্রিকেটসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ১১৭ দিন মাঠে ক্রিকেট ছিল না। মার্চের ২৯ তারিখ থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দুনিয়ার সবচেয়ে অর্থকরী টি—টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আপাতত স্থগিতই আছে। ইংল্যান্ড—ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে মাঠে ক্রিকেট ফিরলেও আইপিএল এ বছর কবে অনুষ্ঠিত হবে, সে উত্তর কারওরই জানা নেই। তবে অবস্থাদৃষ্ট মনে হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আইপিএল আয়োজন করতে চায় বছরের শেষ দিকে। সেটি অবশ্য সম্ভব হবে ভারতে করোনা—পরিস্থিতির উন্নতি হলে। এ মুহূর্তে করোনা সংক্রমণের আধিক্যে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে আছে ভারত। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি যে শহরের, সেগুলোর বেশিরভাগই করোনা---উপদ্রুত। এ অবস্থায় পরিস্থিতির উন্নতির অপেক্ষায় আছে ভারতীয় বোর্ড। তারা অবশ্য দেশের বাইরে আইপিএল আয়োজনের সম্ভাব্যতাও খতিয়ে দেখছে। এ বছর আইপিএল আয়োজিত না হলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়বেএটা জানিয়েছেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী নিজেই।জন্টিও মনেপ্রাণেই চান আইপিএল হোক। তবে সেটি অবশ্যই করোনা পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে, ''আশা করি এ বছরের শেষ দিকে আইপিএল অনুষ্ঠিত হবে, তবে এটা অবশ্যই পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে। আইপিএল ছাড়া বাৎসরিক ক্রিকেট সূচির কথা ভাবাও অসম্ভব। এটা ২০০৮ সাল থেকে ক্রিকেট সূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ।''আইপিএল না হলে শুধু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডই নয়, ক্রিকেট দুনিয়ারই ক্ষতি বলে মনে করেন ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ফিল্ডার, ''ক্রিকেটারদের আর্থিক নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎসবকিছুর জন্যই আইপিএল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়েরা এই লিগে খেলে থাকে। আমার কাছে মনে হয় আইপিএল ছাড়া ক্রিকেটসূচির কথা ভাবাও অর্থহীন।''

স্পনসর নেই, পাকিস্তানের ভরসা শহীদ আফ্রিদি ফাউন্ডেশনের লোগো

ইংল্যান্ড সফরে শহীদ আফ্রিদি ফাউন্ডেশনের লোগো থাকবে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জার্সি ও অন্যান্য সরঞ্জামেকরোনাভাইরাস মহামারিতে বেশ বিপদে আছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আয় তো এমনিতেই কমেছে, এই ''মরার ওপর খাঁড়ার ঘা'' হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতীয় দলের স্পনসরহীন থাকা। কোনো প্রধান স্পনসর ছাড়াই ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছে পাকিস্তান দল।কিন্তু সিরিজে পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের জার্সিতে ঠিকই স্পনসরের লোগো দেখা যাবে। এ স্পনসর পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদির ফাউন্ডেশন। আফ্রিদি কাল টুইট করেন, ''আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি পাকিস্তানের খেলার সরঞ্জামে শহীদ আফ্রিদি ফাউন্ডেশনের লোগো থাকবে। আমরা পিসিবির চ্যারিটি পার্টনার। পিসিবিকে ধন্যবাদ জানাই এবং সফরে ছেলেদের শুভকামনা জানাচ্ছি।''

করোনা মহামারির শুরু থেকেই আর্থিক সংকটে আছে পিসিবি। বোর্ডের এক সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানান, একটি বহুজাতিক পানীয় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দর কষাকষি করছে পিসিবি। প্রতিষ্ঠানটি যে দাম হেঁকেছে তা বোর্ডের মনোঃপুত হয়নি। পিসিবি সর্বশেষ স্পনসর চুক্তিতে যে দাম পেয়েছিল তার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ দাম হেঁকেছে সেই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান।আফ্রিদির প্রতিষ্ঠানের লোগো ব্যবহার করে পিসিবি আর্থিক কোনো অঙ্ক পাচ্ছে কি না তা এখনো নিশ্চিত না। তবে জাতীয় দলের জার্সিতে লোগো থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠানেরই লাভ হবে।

করোনা মহামারির মধ্যে নিজের এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্দান্ত কিছু কাজ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। আফ্রিদি নিজেও আক্রান্ত হয়েছিলেন করোনায়। এখন সুস্থ।ইংল্যান্ডে তিন ম্যাচের টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান।

অবসর নিয়ে একদমই ভাবছেন না ধোনি

ম্যানেজার মিহির দিবাকর জানালেন, অবসর নিয়ে আপাতত ভাবছেন না এক বছর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে থাকা ভারতের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিম্যানচেস্টারের সেই দিনটা নিশ্চয়ই ভোলার চেষ্টা করছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু ভুলতেই চাইলে সব ভোলা যায় না। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল ভারত। সে ম্যাচের পর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, ধোনি অবসর নেবেন কবে? এক বছর হয়ে গেল তবু জবাব নেই।গত বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারতের সেই হারের বছর পূর্ণ হলো আজ। প্রশ্নটা অবিকল টিকে আছে। মঙ্গলবার ৩৯ বছর পূর্ণ করা ধোনির ক্রিকেট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নেওয়া বিরতি এখনো শেষ হয়নি। এর মধ্যে তাঁর অবসর নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। এবার ভারতের এই সাবেক অধিনায়কের ম্যানেজার মিহির দিবাকর জানালেন, অবসর নিয়ে আপাতত ভাবছেন না ধোনি।বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর কোনোরকম প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটই খেলেননি ধোনি।

এশিয়া কাপ স্থগিত

গতকাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী ইনস্টাগ্রামের এক ভিডিও অনুষ্ঠানে এশিয়া কাপ বাতিল হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসায় সৌরভের মন্তব্য নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এশিয়া কাপ আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিলের ঘোষণা দিয়ে সে বিভ্রান্তি আজ দূর করে দিয়েছে এসিসিই।আজ এক বিবৃতিতে এসিসি জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ আয়োজিত হচ্ছে না। ২০২১ সালে এটি আয়োজনের চেষ্টা চালাবে এশীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ীই এশিয়া কাপ আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা, দেশে দেশে হোম কোয়ারেন্টিনের বিভিন্ন নিয়ম, মৌলিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়মের মধ্যে এশিয়া কাপ আয়োজন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এর বাইরে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, পৃষ্ঠপোষকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে এসিসি ২০২০ সালের এশিয়া কাপ স্থগিত ঘোষণা করছে।''২০২১ সালে এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে এসিসি বলেছে, ''এসিসি এশিয়া কাপ ২০২১ সালে আয়োজনের কথা বিবেচনা করছে। এ মুহূর্তে ২০২১ সালের জুনে এশিয়া কাপ আয়োজনের জন্য সময় বের করা যায় কিনা, সেটা নিয়ে এসিসি কাজ করে যাচ্ছে।''

এবারের এশিয়া কাপে স্বাগতিক হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানের। কিন্তু ভারতীয় দল পাকিস্তানে যেতে রাজী না থাকায় শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় হওয়ার কথা ছিল টুর্নামেন্টটি। এসিসি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে এশিয়া কাপ হলেও সেটি শ্রীলঙ্কাতেই হবে। পাকিস্তান ২০২২ সালের এশিয়া কাপ আয়োজন করবে।

GOVERNMENT OF TRIPURA
TRIBAL RESEARCH AND CULTURAL INSTITUTE
Lake Chowmuhani, Krishnanagar, Agartala-799001 website: www.trci.tripura.gov.in Email ID: dir.trci-tr@gov.in
Tel-Fax: 0381-2324389

Sakhwlaimung

Tipra Naicher tei Hukumu Tangkhor bisi burum kokrwbai bwlai ISAIMA' kariwi tongo. Kokrwbai bwlai `SAIMA' o joto Scheduled Tribesni kok bai Kokbwkhal/Kothoma bwsa/ Kolop kariajgo abo 2021 bisini 19 January salmario `Kokborok Sal'o karijaknai. Muchungjak Naichernai, Swinai, Koklopnai tei hodani jotonono kokrwbai bwlai 1SAIMA' o karina bagwi joto Scheduled Tribesni kokbai (Roman/Bangla swithaibai) Kokbwkhal/ Kothoma bwsa/ Koklop 2020 bisini 31 August salmarini bising khamao rijak habanogo E-mail twi MS Word tei PDF khwlaiwi rohorna bagwi kobokjakkha. Kokbwkhal/ Kothoma bwsa/ Koklop karima bagwi borommari rijaknai. E-mail ID: saimatri2020@gmail.com

ICA/D-253/2020-21

(D.Debbarma) Dagiphang Tipra Naicher tei Hukukmu Tangkhor Tripura Haphang Lake Chowmuhani, Agartala

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রীমতি পায়ের বৈদ্য (২০) পিতা শ্রী দিনেশ বৈদ্য সাং- শ্রীরামপুর থানা কৈলাশহর। গত ২২.০৭.২০১৯ই তারিখে সন্ধ্যা অনুমান ৭.৩০ ঘটিকার সময় থেরে বাহির হইয়া যায় কিন্তু বাড়িতে অর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা হইল বয়স ২০, উচ্চতা ৫ ফুট, গায়ের রং ফর্সা, পরনে লাল রঙের শাড়ি। কৈলাশহর মহিলা থানার জি ডি ই নাম্বার ১৫ তারিখ ২২.০৭.২০১৯।

উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রইল। যোগাযোগ ঠিকানা ঃ

১) এস পি ঊনকোটি কৈলাশহর ফোন নং - ০৩৮২৪ ২২২৩৯২
২) এসডিপিও কৈলাশহর ফোন নং - ০৩৮২৪ ২২২২১৬
৩) ওসি মহিলা থানা ফোন নং - ৯৪৮৫০১৩১১৭

ICA/D-257/2020-21

PNIeT NO- 33/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender (PWD FORM-8). The details are below;

SI NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bid ding
	DNIe-T No.30/EE/ P\A'D(DWS)/ AM13/2020-21	620883.00	22-07-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost.
For contact 03826-267230/9436355955
For and on behalf of Governor of Tripura
ICA/C-913/2020-21 (Er. H. Chak Executive Engineer DWS Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura dt. 30-06-2020

ABRIDGED NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited from the Manpower Agencies / firms for providing /Sweeping and Cleaning staff and Office Attendant for all working days as per Government of Tripura at SWAVALAMBAN Society, Camper Bazar, Near SIPARD, A.D. Nagar, Agartala, Tripura(W).Quotation alongwith EMD of 210,000/- shall be received in the office of SWAVALAMBAN Society upto 3p.m on 22/07/2020. Detailed notice issued vide No.F.1(25)- NO/SWA/2003/P/331-35 dated 03/07/2020 may be seen on the website rural.tripura.gov.in / tripura.gov.in / tripura.gov.in.

ICA/C-906/2020-21 Sd/- illegible (R. Das, TCS) Nodal Officer SWAVALAMBAN Society

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender.No.25(42)-AGRI/SARS/MOVCD/2020-21/2555-69 Dated,06/07/2020

Joint Director of Agriculture (Research), Department of Agriculture 86 Farmers' Welfare invites an e-Tender in single-bid system from registered Company/ Firms/ Co-Operative Society/NGO's/FPC's for empanelment of Service Providers under the scheme Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) Phase-III. The bid will remain open for eligible Bidders till 28/07/2020 upto 16:00 Hrs.

e-Tender Fee of Rs. 2,000/- (Non-Refundable) and Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 42,22,500 lakh to be paid electronically over the Online Payment facility provided in the Portal https://tripuratenders.gov.in and bid will be opened on 29/07/2020 at 15.00 Hrsjif possible.

Bid(s) shall be opened online by respective designated Bid openers of the Department and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to sarstripura@gmail.corn.

ICA/C-919/2020-21 (Darpan Kr. Biswas) Joint Director of Agriculture (Research), State Agriculture Research Station, Arundhatinagar, Agartala

PNIT No: 12/EE/CCD/PWD/2020-21, Dated. 07/07/2020

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders Thrms/Aaencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD for the work of ' Celebraticn of Independence Day 2020 at Assam Rifles Ground / SH: Construction of 03(three) nos. temporary GCI sheet shed, Bamboo Barricading, .Construction of temporary toilet and urinal points". Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 08th to 21th July, 2020 and last date of dropping of tenders is 21th July,2020 up to 4:00pm. Last Date of receipt of application: 21th July, 2020 upto 3.00 pm

For details please see tender notice

ICA/C-903/2020-21 Exeutieve Engineer Capital Complex Division, PWD(R&B), Kunjaban Extension Agartala,

কন্টেইমেন্ট জোনে খাদ্যের সংকট খোঁজ নিলেন কমলাসাগরের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জুলাই।। জনগণের সামনে বৃহস্পতিবার কমলাসাগরের বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী মিয়াপাড়া কনটেইনমেন্ট জুনের গেটের সামনে গিয়ে বিশ পরিবারের সাথে কথা বলেছেন। তিনি প্রশাসনকে বলেছিলেন যে ১৯ দিন কেটে গেছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি, এমনকি আজ পর্যন্ত সাহায্যের হাত বাড়ানো হয়নি।

কনটেইনমেন্ট জুনে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের চিকিতা সহায়তা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

কনটেন্টমেন্ট জুনটি সেখান থেকে নেওয়া হয়নি তাই তাদের পরিবারগুলি বর্তমানে অনাহারে এবং কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে অক্ষম, তাই তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে দূষণের জুন শেষ হওয়ার পরে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছেন।

মলয়নগরে বিজেপির বুথ সভাপতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। মলয়নগরে বিজেপির ২৭ নং বুথের সভাপতি কানুদেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যায় তিনি একটি দলীয় মিটিংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বুকে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করেছিলেন। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জিবি হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

বৃহস্পতিবার তার মরদেহ মলয়নগর পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে আসা হলে সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল সহ এলাকার নেতৃবৃন্দ শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা এলাকায় সমস্ত দলিয় কর্মসূচি বাতিল করা হয়।

পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু ৫ হাজার ছুঁইছুঁই, নতুন করে আক্রান্ত ৩,৩৫৯ জন

ইসলামাবাদ, ৯ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে রোজই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, লাফিয়ে বেড়েছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৩৫৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬১ জনের। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৪৮-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৮৪,৫৮৭ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৯১,৩৬২ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ২৯, ০৫২, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,৭৩১, বালোচিস্তানে ১১,০৫২, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৬০৫, আজাদ কাশ্মীরে ১,৪৫৯।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩, ৩৫৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬১ জনের। পাকিস্তানে ৯ জুলাই দুপুর পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৯৮৩ জনের। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ১,৪৯১,৪৩৭ জন।

ব্রাজিল সমতুল্য উত্তর প্রদেশে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও বারাণসী, ৯ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে প্রকোপে লণ্ডভণ্ড সমগ্র বিশ্ব। মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আমেরিকায়। তারপরই ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। ব্রাজিলেই কোভিড-১৯ ভাইরাসে প্রায় ৬৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আর ব্রাজিলের সমতুল্য উত্তর প্রদেশে করোনা-প্রকোপে প্রায় ৮ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ অনেকেরই প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উত্তর প্রদেশ ২৩-২৪ কোটি জনসংখ্যার রাজ্য, জনগণের সমর্থনে সমস্ত আশঙ্কা কাটিয়ে উঠেছে। ব্রাজিলের মতো একটি দেশ, যে দেশের জনসংখ্যা উত্তর প্রদেশের প্রায় সমান সেই দেশে করোনায় প্রায় ৬৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, উত্তর প্রদেশের প্রায় ৮০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, অর্থাৎ অনেকেরই প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত উত্তর প্রদেশের বারাণসীর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (এনজিও) প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, এটা শ্রাবণ মাস, "এই সময়ে বারাণসীর মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে ভগবান ভোলেনাথের দর্শন করছি। ভগবান ভোলেনাথের এটাই আশীর্বাদ যে, কোভিড-১৯ সঙ্কটের সময়েও আমাদের বারাণসী উৎসাহে ভরপুর।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কোভিড-১৯ সঙ্কটের সময় যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা যে শুধুমাত্র দায়িত্ব পালন করেছেন তা নয়, আশঙ্কাও ছিল, এমন পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা কাজের নতুন ধরণ। এনজিও প্রতিনিধিদের উৎসাহ জুগিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১০০ বছর আগেও, একই রকম মহামারি দেখা গিয়েছিল, বলা হয়ে থাকে সেই সময় ভারতের জনসংখ্যা এত বিশাল ছিল না। সেই সময়ে ভারতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছিল। তাই এই সময় গোটা বিশ্ব ভারতের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল, বিশেষজ্ঞরাও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন এবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, কিন্তু আসলে কী হয়েছে?"

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উত্তর প্রদেশ ২৩-২৪ কোটি জনসংখ্যার রাজ্য, জনগণের সমর্থনে সমস্ত আশঙ্কা কাটিয়ে উঠেছে। ব্রাজিলের মতো একটি দেশ, যে দেশের জনসংখ্যা উত্তর প্রদেশের প্রায় সমান সেই দেশে করোনায় প্রায় ৬৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, উত্তর প্রদেশের প্রায় ৮০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, অর্থাৎ অনেকেরই প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

বিচারাধীন বন্দি কৃষক নেতা অখিল কোভিড-আক্রান্ত, অস্বীকার কারা কর্তৃপক্ষের, সংক্রমিত ধৈর্য ও বিতু

গুয়াহাটি, ৯ জুলাই (হি.স.) : বিচারাধীন বন্দি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈর শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে এক খবর চাউর হয়েছে। তবে এই খবরের সত্যতা নেই বলে দাবি করেছেন গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। মাওবাদী অভিযোগে দেশদ্রোহী মামলায় গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর অখিল গগৈকে গ্রেফতার করেছিল এনআইএ। এর পর নানা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত প্রায় সাতমাস ধরে কখনও গুয়াহাটি, কখনও ডিব্রুগড়ের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। বর্তমানে তিনি গুয়াহাটির সংশোধনাগারে রয়েছেন।

গতকাল কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কেঁওর এবং ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিতু সনোয়ালকেও করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরাও পৃথক পৃথক মামলায় গুয়াহাটির সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি। তাঁদেরই অপর এক সতীর্থ কারারুদ্ধ নেতা মানস কেঁওয়ের রেজাল্ট এখনও আসেনি বলে জানা গেছে। জানা গেছে, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কেঁওর এবং ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিতু সনোয়ালের শরীরে করোনা পজিটিভ আসার পর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে শয্যা না থাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে। এখানেও একই পরিস্থিতির শিকার হলে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পানবাজারের অস্থায়ী ক্যাম্পে। কিন্তু অখিল গগৈ সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও তাঁর যদি পজিটিভ রেজাল্ট আসে, তা হলে তাঁকে কোথায় রেখে চিকিৎসা করা হবে সে নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে পর্যালোচনা চলছে, জানা গেছে বিশেষ সূত্রে।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে কৃষক নেতা অখিল গগৈ, ধৈর্য কেঁওর এবং বিতু সনোয়াল প্রচণ্ড জ্বর, কাশি এবং শরীরে ব্যথার ভুগছিলেন। অখিল এমনিতেই নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। এনআইএ আদালতের নির্দেশে বুধবার তিনজনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। দুজনের রিপোর্ট ইতিমধ্যে এসে গেলেও অখিলের বিষয়কে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে কেন, প্রশ্ন উঠেছে তাঁর অনুরাগী মহলে।

এ ব্যাপারে আইজিপি (কারাগার) দশরথ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি অখিল গগৈয়ে কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে বলে খবরকে সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন অখিল গগৈ এবং মানস কেঁওরের অ্যান্টিজেন টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে ধৈর্য কেঁওর এবং বিতু সনোয়ালের পজিটিভ ধরা পড়েছে। সংবাদ মাধ্যমে সম্প্রচারিত খবরকে সর্বৈব মিথ্যা বলে দাবি করে জানান, অখিল গগৈ এমনিতেই অসুস্থ। বেশ কয়েকটি বিভাগের ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছেন। বর্তমানে তিনি সুস্থ। হাসিখুশি মেজাজেই রয়েছেন। বলেন, তাঁদের কাছে এর ভিডিও ফুটেজও মজুত আছে। তবে অ্যান্টিজেন টেস্টের রিপোর্ট আসলেও অখিল এবং মানসের এখন পর্যন্ত সাধারণ সোয়াব টেস্টের রেজাল্ট আসেনি, জানান আইজিপি দশরথ দাস।

এদিকে আজ থেকে বিভিন্নজন তাঁদের সোশাল মিডিয়ায় কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ের উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি কারাবন্দি সব 'কা' (সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন)-র বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী নেতার মুক্তির দাবি তুলেছেন। বিভিন্ন জায়গায় এই দাবিতে বিক্ষোভ-ধরনাও দিচ্ছেন তাঁদের অনুগামীরা।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,২২৩ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ৬৭,৯৬৪

রিও ডি জেনেইরো, ৯ জুলাই (হি.স.): ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, দিন দিন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাড়তে বাড়তে বৃহস্পতিবার ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৬৮ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১.৭ মিলিয়নের বেশি মানুষ।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১,২২৩ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ৬৭,৯৬৪ জনের। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪,৫৭১ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১.৭ মিলিয়নের বেশি।

জিবি হাসপাতালে রোগীর ও তাদের লোকজনদের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে রোগীর ও তাদের লোকজনদের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়ছে। ট্রলির অভাবে দীর্ঘ ৩ ঘন্টা পর মৃতদেহ মেডিসিন বিভাগের তিন তলা থেকে নিচে নামিয়ে আনতে হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকার্ত পরিবারের লোকজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ মেডিসিন বিভাগে এক রোগীর মৃত্যু হয়। মৃতদেহটি নিচে নামিয়ে আনার জন্য ট্রলির জন্য পরিবারের লোকজনরা হন্যে হয়ে ঘুরে ট্রলি পাননি। তাতে তারা রীতিমতো হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। জানা গেছে, হাসপাতালের একাংশ অস্থায়ী কর্মী উৎকোচের বিনিময়ে রোগী এবং মৃতদেহ উঠানামা করে। তাদের প্যাকেটে টাকা গুজে না দিলে ট্রলি পাওয়া যায়না। তাতেই বিপত্তি। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ নিচে তলায় নামিয়ে আনতে গিয়ে ৩ ঘন্টারও বেশি সময় হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়েছে মৃতের পরিবারের লোকজনদের। ঘটনার প্রতিবাদে মৃতের পরিবারের লোকজনরা হাসপাতালে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে জিবি আউট পোস্টের পুলিশকে ছুটে আসতে হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতা মন্ত্রীরা জিবি হাসপাতাল সহ অন্যান্য হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রায়ই গর্ব বোধ করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ ট্রলির জন্য রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদেরকে যেভাবে দুর্ভোগের সামিল হতে হচ্ছে, তা নিতান্তই দুঃখজনক। এই সব বিষয়ে রোগী ও তাদের লোকজনরা রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন।

কানু দে'র শহিদান দিবস পালিত বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ জুলাই।। পাঠ্যবই -এর দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৯১ সালের ৯ই জুলাই রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পুলিশের গুলিতে উদয়পুরে শহীদ হন কানু দে।

২০২০ সালের নয় জুলাই বৃহস্পতিবার কানু দে এর ৩০ তম শহীদান দিবস। এই শহীদান দিবসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শহীদ বীর কানু দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন ছাত্রযুব সংগঠন। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির অফিস প্রাঙ্গনে বৃহস্পতিবার এসএফ আই এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই দিনের শহীদ বীর কানু দের শ্রদ্ধাঞ্জলী কর্মসূচি। পাঠ্যবই -এর আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ বীর কানু দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুল দিয়ে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার, সভাপতি দিগন্ত দত্ত, যুব সংগঠনের বিলোনিয়া মহকুমা সভাপতি রিপু সাহা ও সম্পাদক মধুসূদন দত্ত সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

পানিসাগরে নওয়াগাঙ্গ এডিসি ভিলেজে বিজেপির সাংগঠনিক সভায় সাংসদ রেবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৯ জুলাই।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরের পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের নওয়াগাঙ্গ এডিসি ভিলেজে এক সাংগঠনিক বৈঠক ও সমর্থনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল সন্ধ্যা ৫ টা নাগাদ নওয়াগাঙ্গ বাজার সেডে সাংগঠনিক বৈঠক ও সমর্থনী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার প্রদেশ সভাপতি তথা পূর্ব ত্রিপুরা আসনের মাননীয় সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার সহ-সভাপতি শচী রাণী ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরার জেলা সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ প্রমূখ। এই সাংগঠনিক বৈঠক ও সমর্থনী সভায় সিপিআইএম ও আইপিএফটি দল ত্যাগ করে আসা ৬০ জন জনজাতি ভোটারদের হাতে বিজেপি দলের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন সাংসদ তথা জনজাতি মোর্চার সভাপতি রেবতী ত্রিপুরা। মূলত আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সাংগঠনিক বৈঠক ও সমর্থনী সভা। সভায় উপস্থিত অতিথিরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি তুলে ধরেন। অতিথিরা উনাদের বক্তব্যে আরও বলেন,বর্তমানে গোটা বিশ্ব জুড়ে যে মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে তার হাত থেকে পরিত্রান পেতে সচেতনতা অবলম্বন করাই একমাত্র উপায়।

এদিকে সিপিআইএম ও আইপিএফটি দল ত্যাগ করে আসা জনজাতি সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের বক্তব্য, নওয়াগাঙ্গ এডিসি ভিলেজ দীর্ঘ বাম আমলে থেকে পিছিয়ে রয়েছে। রাজ্যে নতুন বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার গঠনের পর উনার আইপিএফটি দলে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু নওয়াগাঙ্গ এডিসি অঞ্চলে কোন ধরনের উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি।তাই অবশেষে জনজাতি মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি দলে সামিল হলেন।

অপরদিকে সাংগঠনিক বৈঠক ও সমর্থনী সভা শেষে নওয়াগাঙ্গ এডিসি ভিলেজের বৃহত্তর রাংলং অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিদের সাথে জনজাতি মোর্চার সভাপতি তথা পূর্ব ত্রিপুরা আসনের মাননীয় সাংসদ য রেবতী ত্রিপুরা এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে রাংলং সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের সকল সমস্যা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শুনেন এবং আগামী দিনে কিভাবে তাদের সমস্যা দূরীকরণ করা যায় তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রাখেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা।

অসমে আরও দুজনের মৃত্যু, গত ৪৮ ঘণ্টায় নিহত ১০ জন, সংখ্যা বেড়ে ২৪

গুয়াহাটি, ৯ জুলাই (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমিত আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে অসমে। তাঁরা গুয়াহাটির বেলতলা এলাকার বাসিন্দা বছর ৭০-এর প্রসন্নকুমার হালৈ এবং কারবি আংলঙের রামসিং হানসে। দুজনকে জটিল অবস্থায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভরতি করে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। টুইট আপডেটে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

প্রসঙ্গত গত ৪৮ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত দশজনের মৃত্যু হয়েছে। আজকের দুজনকে নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ২৪।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যার দিকে উজান অসমের যোরহাট মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের আইসিইউতে করোনায় আক্রান্ত জনৈক মণিকা ভূমিজ (১৯) নামের তরুণীর অকালমৃত্যু হয়েছে। মণিকা অ্যানিমিয়া এবং সেপসিস রোগে ভুগিছিলেন। তাকে শিবসাগর জেলা হাসপাতাল থেকে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। যোরহাটে নিয়ে আসার পর তার নমুনা পরীক্ষা করে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে। ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তার প্রাণরক্ষা করতে, কিন্তু পারেননি। এর আগে বুধবার ভোররাত তিন থেকে পাঁচটার মধ্যে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চার কোভিড-১৯ আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে যথাক্রমে গুয়াহাটির হেদায়তপুরের সফিকুল রহমান (৬০), বরপেটা জেলার পাটাসারকুচির রুণুমি মজুমদার (৬০), গুয়াহাটির কাহিলিপাড়া এলাকার উৎপল কুমার চলিহা (৭৫) এবং লালগণেশের হরিপ্রসাদ মণ্ডল (৬৮)। ওইদিনই তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মাজবাটের জিতেন্দ্র প্রসাদের মৃত্যুর খবর দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। জিতেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সেপ্টিসেমিয়ার রোগী।

প্রসঙ্গত গতকাল মঙ্গলবার রাজ্যে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের একজন কলিয়াবরের ধধারাম মুড়া (৪০) এবং অপরজন কামরূপ জেলার দেবী কাকতি। নিউমোনিয়া এবং সেপ্টিকশকে আক্রান্ত ধধারামকে এক জুলাই গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের আইসিইউতে ভরতি করা হয়েছিল। তাঁর সোয়াব টেস্টে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে এদিন সকাল নয়টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুড়া।

এদিকে মঙ্গলবার বিকেলের দিকে কামরূপ জেলার দেবী কাকতি নামের এক মহিলার কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর চিকিৎসা চলছিল গুয়াহাটির বশিষ্ঠতে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ১৫১ বেস হাসপাতালে। গত ২ জুলাই তাঁকে বেস হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ পজিটিভের পাশাপাশি টাইপ ২ ডায়াবেটিজ এবং হাইপারটেনশনের রোগী ছিলেন তিনি।

রাজ্যে আজ পর্যন্ত ১৪,০৩২ জন কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে ৮,৭২৬ জন সুস্থ হলেও গুয়াহাটি সহ বিভিন্ন জেলা ও মডেল হাসপাতালে ৫, ২৮১ জন সক্রিয় রোগীর চিকিৎসা চলছে।

ভারতে করোনার গোষ্ঠীর সংক্রমণ হয়নি, দাবি হর্ষবর্ধনের

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই (হি.স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্যে জেরবার গোটা ভারতবর্ষ। আক্রান্তের নিরিখে তিন নম্বর স্থানে উঠে এসেছে ভারত।প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণে তত্ত্ব খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ড় হর্ষবর্ধন। বৃহস্পতিবার হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ভারতে করোনার গোষ্ঠীর সংক্রমণ হয়নি। দেশের কয়েকটি স্থানীয় জায়গায় সংক্রমণ অতিরিক্ত বেশি।কিন্তু সার্বিক ভাবে দেশে কোনও গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি।দেশজুড়ে করোনার বাড়বাড়ন্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ধারণাটা বুঝতে।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারত। বর্তমানে প্রতি ১০ লাখে ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩৮।অন্যদিকে গোটা বিশ্বে প্রতি ১০ লাখে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৫৩। করোনায় ভারতে মৃত্যুর হার প্রতি ১০ লাখ ১৫। গোটা বিশ্বে সেখানে মৃত্যুর হার ৬৮. ৭ শতাংশ।ভারতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার অনেক বেশি। আক্রান্ত সংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগছে ২১ দিন। দেশজুড়ে ২১৬০০০০০ মাস্ক বন্টন করা হয়েছে। পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে ১২১০০০০০। ৮৯৪৩ ভেন্টিলেটর দেওয়া হয়েছে। এদিন কেন্দ্রের একদল মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন হর্ষবর্ধন। বৈঠকে ছিলেন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার নতুন করে গোটা দেশজুড়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২৪৮৭৯।

ওয়াসিম বারির বলিদান বিফল হবে না, দাবি বিজেপি নেতার

জম্মু, ৯ জুলাই (হি. স.): উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় বিজেপি নেতা ওয়াসিম বারি খুনের ঘটনায় শোক প্রকাশ জম্মু-কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি রবীন্দ্র রায়নার। ওয়াসিম বারির আত্মত্যাগ বিফল হবে না বলে দাবি করেছেন তিনি।

জম্মু-কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি রবীন্দ্র রায়না জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদীদের কাপুরুষোচিত আচরণের জেরে প্রাণ হারাতে হল ওয়াসিম বারি, তার পিতা ও ভাইকে। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ওয়াসিমের পরিবারের ওপর হামলা চালায়। ওয়াসিন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন। দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন তিনি।তার এই আত্মত্যাগ কোন দিন ব্যর্থ হবে না। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরকে রক্তাক্ত করে ছেড়েছে। প্রকৃত কাশ্মীরিরা প্রাণ হারাচ্ছে। কাশ্মীরকে কবর খানায় পরিণত করেছে সন্ত্রাসীরা। পাকিস্তানী গুন্ডাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। এমনকি শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিজেপির বান্দিপোড়া ইউনিটের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন ওয়াসিম। বুধবার গভীর রাতে তার পরিবারের ওপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। হামলায় নিহত হন ওয়াশিম, তার পিতা ও ভাই। এই হামলার নিন্দা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

তিনসুকিয়ার লেখাপানিতে উদ্ধার আইইডি

তিনসুকিয়া (অসম), ৯ জুলাই (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত লেখাপানিতে উদ্ধার হয়েছে একটি ইমপ্রভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস সংক্ষেপে আইইডি। বৃহস্পতিবার সকালে ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ানরা উদ্ধার করেছেন মধ্যম ক্ষমতাসম্পন্ন আইইডিটি। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, লেখাপানির ৩৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি পলিথিলনের থলিতে মোড়ে রাখা ছিল আইইডিটি। ইতিমধ্যে সেনা বাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞরা উপস্থিতি হয়ে আইইডিটি উদ্ধার করে তাকে নিষ্ক্রিয় করেছেন।প্রসঙ্গত গত ৩ জুন জেলার বগাপানি এলাকায় ৩৬ নম্বর জাতীয় সড়কেও অনুরূপ একটি আইইডি উদ্ধার করে তা নিষ্ক্রিয় করেছিলেন সেনার বমস্কোয়াডের আধিকারিকরা। এর আগে ২৮ মে ৯ নম্বর রাজপুতনা রাইফেলস রেজিমেন্ট ডিব্রুগড়ের টিংখন থেকে আলফা স্বাধীনের সন্দেহভাজন এক ক্যাডারকে আটক করেছিল।

নেশা সামগ্রী সহ দুই পাচারকারী আটক যাত্রাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। যাত্রাপুর থানা এলাকার দক্ষিণ পাহাড়পুর বড়খলায় নতুন মৎস্য হাউজের কাছে একটি গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমান ফেন্সিডিল সহ দুই নেশা পাচারকারীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ।

ধৃতরা হলো রাকেশ সূত্রধর ও বিকাশ দাস, তাদের হেপাজত থেকে ১১৫০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই যাত্রাপুর থানা এলাকা দিয়ে পাচারকারীরা নেশার সামগ্রী পাচার করে আসছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ এই সাফল্য পেয়েছে। এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে যাত্রাপুর থানার পুলিশ জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।